বৈঠা-জাতি।

আয়ুর্বেদে কৃতাভ্যাসে ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ।
অধ্যায়াত্মকনৈক চিকিত্স। বৈঠা-লক্ষণম।

(পুরাণ)

আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করঞ্চ বতন।
ধর্মশাস্ত্র-মতে কর্ম করে আচরণ।
অধ্যয়ন অধ্যাপন চিকিত্সা যেবা আনী।
বৈঠাের লক্ষণ জান এ পঞ্চ-প্রকার।

মনোদেশে বৈঠা অতি প্রসিদ্ধ জাতি। জাতি-গত বৃত্তি যে সময়ে হিন্দুসমাজে সমাদর পাইত, সে
সময়ে বৈঠাের সম্বন্ধ অতুলনীয় ছিল বলিয়ে অভাব্য
হয় না। বর্তমান সময়ে নানা কারণে জাতি-গত
সকল ভাবের সহিত বৃত্তির-ও স্বরূপ রিলিউপ্ত হইতে
চলিয়াছে বটে, কিন্তু, পূর্ব-স্বভিত্তি সকলের অন্তরে-ই
বৈচি-জাতি। 255

আনন্দভূতপূর্ব হৃদের উদয় কবিরা দেয়। জাতীর্থ বক্ষের তাহাই দৃঢ় হেতু বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এই জন্য আমরা পূর্ব-পূর্বাত্মা সংস্ক্রন্তে যত্নশীল।

ব্রাহ্মণ হইতে, বিবাহিত। বৈশ্ব-কত্তার গর্ভে অম্ব-ঠের জন্ম। বেদ হইতে জাত, এই কারণে অম্বঙ্গণ বৈচি নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ, মূর্ত্তিবিভিন্ন, বৈশ্ব, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব, এই পঞ্চ দ্বিজ; ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব গৌরব-সম্পন্ন।

বঙ্গ-দেশে বৈদ্য-জাতি, সাধারণতঃ হইতে পৃথিবী প্রধান সমাজে বিভক্ত। যাহারা পূর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ বিক্রম-পুরুষ, সেনহাতি প্রভৃতি স্থান-সমুহে বসন-বসন করিতে;

* ব্রাহ্মণঃ বৈষ্ণুকেয়ামঃ নাম জায়তে।

মানবঃ;

বেদাভাসে হি বৈচি স্তাদবে রঙ্গাপুরাকঃ।

পাণ্ডুলিপিনঃ।

ব্রহ্ম মূর্ত্তিবিভিন্ন বৈদ্যঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ।

অমী পঞ্চ দ্বিজ এতাং যথা পূর্বাত্মাবক্ষ।

শাক্তক্রমেৰূপঃ হারীতনঃ।
ছেন, তাহারা বঙ্গ-বৈদ্য নামে পরিচিত; এবং
ঝাহারা পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিতি করিয়া আসিয়েছেন,
তাহারা রাজ্য-বৈদ্য-নামে বিখ্যাত। আবার, এই
চূড়া সমাজের মধ্যে-ও, অনেক-গুলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ সমাজ
বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদ্য-জাতির বিবাহ সমবেলে তথ্যাদি অবস্থত
হইতে হইলে, সর্বাঙ্গে গোত্র, প্রবর্তন, স্থান, সম্প্রদায় এবং
কুল-প্রারম্ভিক মূল্য হইতে 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম' এই
ত্রিভূজ শ্রেণী-ভেদ পরিক্ষাত হওয়া আবশ্যক।

গোত্র।

সেনের আট গোত্র; যথা—ধর্মরী, শক্তি,
বৈশালি, আদ্য, মৌলগোলা, দৌলিক, কুকুরত্রৈ ও
আঞ্জারস।

দাসের ছয় গোত্র; যথা—মৌলগোলা, ভর্তরাজ,
শালিঙ্গায়ন, শাঙ্গলা, বক্ষি ও বাংলা।

গুপ্তের তিন গোত্র; যথা—কাক্ষপ, গৌতম ও
লাবরি।
দেবের চারি গোত্র; যথা—কোশিক, কাশ্যপ, শাঙ্গিলা ও মৌলিগায়।

দেবের চারি গোত্র; যথা—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাঙ্গিলা ও আলমালক।

করের চারি গোত্র; যথা—ভরধ্বজ, পরাশর, বশিষ্ঠ ও শক্তি।

রাজের চারি গোত্র; যথা—ব্রহ্ম ও মর্কণ্ডেয়।

গোমের চারি গোত্র; যথা—কোশিক ও কাশ্যপ।

এতদ্ভিন্ন নন্দীর মৌলিগায়। চন্দ্রের বশিষ্ঠ। ধরের কাশ্যপ। কুণ্ডের ভরধ্বজ। রক্ষিতের কাশ্যপ।

বিভিন্ন দেশে আত্রেয় ও আদ্য-গোত্রের এবং কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের দুই ও বিপ্লব দেখা যায়। এ-জন্য, দেবের সপ্ত-গোত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

দেশ-ভেদে করানিগের-ও কাশ্যপ, ব্রাহ্মণ ও মৌলিগায় গোত্র দুই হইয়া থাকে; তজ্জন্ত করের-ও সপ্ত-গোত্র ব্যবহার হইয়াছে।

রাজাদের কাশ্যপ গোত্র; কৃত্রিম রাজের-ও তিন-গোত্র।

১৭
২৫৮ শুভ-বিবাহ।

শুনিয়ে পাওয়া যায় যে, জাতিকে নৌকা ধরা গণ দেশান্তরে বস-বাস করিয়া থাকেন। আর ভরের নায়ক-গোত্রের রক্ষিত-৪ বুড়ি সংখ্যাক বর্তমান আছেন। ইন্দ্র ও আদিত্য এই দুই উপাধিধারী বৈদ্যের মধ্যে, ইন্দ্র এক-মাত্র কাশীপুর-গোত্রীয় এবং আদিত্য-দিগের মধ্যে আদিত্য ও কৌশিক এই দুই গোত্র বর্তমান আছে।

ফলতঃ, বৈদ্য-জাতির মধ্যে পঞ্চাশ্ম গোত্র স্থাপিত। তাঁহাদের দেশ-দেশান্তর-হিত দত্তা দিবে। অন্ত গোত্র আছে, তাহা যৎ সামান্য। এবং, তাহ উন্মুক্ত হইল না।

বৈদ্য-কুলে ইন্দ্র ও আদিত্য, বিশেষরূপ খাভা-পর নহেন। আমূল তাহারা বঙ্গ-দেশের অবস্থিত; এজন্য কুরাপী তাহারা প্রসিদ্ধ লভ করিয়ে পাইয়ে নাই।

* ধর্মজাতিক শাক্তি তথা বৈদ্যানাথকে।
মৌলালাওকশিকের কৃষ্ণাব্দের আলিশ্চাহিপি চ।
অষ্টো গোত্রপু সেনাঙ্গ দাসাঙ্গ তদন্তরস্তু।
মৌলালাওহিম ভরসাঙ্গ শালকায় এবং চ।
বৈদ্য-জাতি—গোত্র।  ২৫৯

শালিলাশ্চ  বালিঙ্ক  বাল্মীকী বৃহদ্ভূ মতাং।
গুণান্তঃ  ত্রিশী গোত্রাশি কাশ্যপো গৌতমস্থাত্মা।
সামর্থয়িতা সিদ্ধাং চ চ মহারাজঃ পরিকীর্তিতাং।
কৌশিকঃ কাশ্যপচাত্মক শালিলাশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌল্যাল্য ইতি বিজ্ঞানাশ্চ যায়েরং দেষণ্ডবঃ॥
অত্রবৈষ্ণবচরীয় চ  শালিলাং আলমালকঃ।
করণিমান্তঃ চহারাং ভর্তার্জঃ পরাশরঃ।
বংশিতভূতঃ রাজত্ব যে বাল্মীকীগুরুপতি।
মার্কোর্য উত্তে সোমে কৌশিকঃ কাঞ্জপন্থা।
মৌল্যাল্য ন্যপ্রদৃষ্টান্তকরণ্যাণ্ডু বশিষ্ঠঃ।
ধর্ম কাঞ্জপঃ গোত্রে ভর্তার্জঃ কুঞ্জাং।
কাঞ্জপে রক্ষিত্যান্তঃ গোত্রাং এত প্রোক্তিতাং।
মার্কোমাল্যাল্যাল্যাল্যাল্যাণ্ডু দেশভেদেহ সম্ভেদন্তঃ।
এবদ্বস্তুকগতাণ্ড বজ্রস্তুক্তে দশাং দেষণূন্তে ব্রহ্মত।
দত্তঃ কুলার্জিয়াৰ্জাতীয় দৃষ্টান্তে বহবুন্তু।
তথাকথাভস্তু গোত্রাণ্ড জায়ন্তি পতিতাং।
করণাং কাঞ্জপে গোত্রৈ বাল্মীকীলাকাঃ।
দেশভেদে হী বিদ্যাতে তৎ করঃ সপ্তগোতঃ।
রাজস্বল্লাদাল্যাল্যাল্যাল্যাণ্ডু তত্ত্বাদাত্রিগোত্রেক্তঃ।
অত্রেত্তে চ জামদগ্নাল্যাল্যাণ্ডু দেশভেদে ধরাং।
বহবুহী ভর্তার্জাল্যাল্যাণ্ডু সম্ভেদন্তাং।
ইন্দ্রিয়েদেত্তো পরে যে যে বৈদ্য গোত্রাস্তুরিমে।
ইন্দ্রিয় কাঞ্জপে গোত্রে এক এব প্রকৃতি।
আদেশাদিপূর্বক গোত্রায়াঙ্গাণ্ড কৌশিকঃ।
পুষ্পাশতে বিভ্য তায়মাং গোত্রা ভিত্তিকুলে।
সনাদির মধ্যে বংশ অনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব, মধ্যত্ব,
অধমসন্তান উল্লেখ কুলজী-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

* শক্তি দেশান্তরে গোত্রমণ্ড কিমিপি চ শ্রেষ্টম্।
দাতাদীনাং ন তত্ত্ব গোত্রমণ্ডগতীবিদর্শাত তৎ।
পরার দ্বাবিন্দ্রার্থতত্ত্ব নাতিম্বাতো ভিক্ষকুলে।
অামুলং স্ত্রািলো বচসে নৈতায়ং কামি শ্রমণ।

* শান্তি রথনিত্রী শ্রেষ্ঠী মধ্যে। সীমানারাণ্যেকে।
মৌলাকাৌশিকীকু রথনিত্রে আর্জিতের অর্জিতগতীমাহ।
গোত্রগীয়াসানাং গোত্রাং গোত্রে কীর্তিতঃ।
মৌলাকলোহর দ্রব্যাখ্য পূর্বকতে গৃহে বেরচ।
শালকাত্মকাঙ্গুলিকায়ে গৌীতে চ মধ্যে।
বিশিষ্ট্যশ্চাঙ্গীতে চ দাসে চৈত্যে মৌলাক শ্রষ্ট্যে।
করণকোভিত্তকো কঠিনোয়া গৌীতে গোত্র উত্তম।
গৌতম মধ্যম: গোত্রঃ সাবর্ণ কুলাধম।
মৌলাকাশানন্দভূত কৌশিকে। গোত্র উত্তম।
মৌলাকাঙ্গুলি মধ্যে। শান্তি কাঙ্গুলিক দণ্ডম।
আদ্যগগীতে কুলে নিম্নেী গৌীতা দৃশ্যে কীর্তিতঃ।
করঃ কান্তারবাসী চ পক্ষে গত্রে ভয়ে সন।
উত্তম ভর্মাল: কাঙ্গুলে। মধ্যম: মূহুত।
নান্তে রাঙ্গাসৌকলুস্স্য। নিয়া জেষ্ট। বিপাষিতা।
বৈদা-জাতি—প্রবর।

সেনের মধ্যে শক্তি ও ধৰ্মান্তর গোত্র শেষ।
বৈষ্ণব, আদা, মৌলগুলা, কোষিক মধ্যম।
রূপালোয় ও অঙ্গিরস অধঃ।

এইরূপ, দাসের মধ্যে মৌলগুলা ও ভরদ্বাজ গোত্রের
শেষস্থ, শালকায়ন ও শাশ্বেলোর মধ্যজ এবং বশি ও
বাংলের অধধন পীরিত হইয়াছে।

গুরুর কার্তিক গোত্র শেষ, গোত্রম মধ্যম, এবং
সার্ব্বি গোত্র অধঃ।

দত্তের কোষিক গোত্র উত্তম; মৌলগুলা, কার্তিক
ও শাশ্বেলোর মধ্যম; এবং আদা গোত্র অধঃ।

করের ভরদ্বাজ গোত্র উত্তম; কার্তিক মধ্যম;
শক্তি, বাংলা ও মৌলগুলা অধঃ। ইতাদি।

প্রবর।

ধর্মান্তর কুলাওপন্ন সেনার্গের পঞ্চ প্রবর; যথা—
ধর্মান্তর, অপসার, নৈয়াঙ্গ ও অঙ্গিরস, বার্ষ্যত্য।

* প্রবরাং পঞ্চ সেনার্গ ধর্মান্তরকুলাওপন্ন।
বিনিমিত্তায় যথা তে ধর্মান্তর পুসারকে।
২৬২  শুভ-বিবাহ।

শক্তি-গোত্রোভর সেনের তিন প্রবর; যথা—
শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর ।

মৌলগলা-গোত্রোভর দাসের পঞ্চ প্রবর; যথা—
ঈর্ষ, চাবন, ভাগর্ব, জামদগ্য, আপ্রবান।

কাষ্ঠপ-গোত্রোভর গুণ্ডের তিন প্রবর; যথা—
কাষ্ঠপ, অপসার, নৈয়ার্বব।

কৌশিক-গোত্রের দত্তদিগের তিন প্রবর; যথা—
শাঙ্গুল্য, অরুণ, দেবল।

কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্র-রম্ভ দত্তের তিন প্রবর; যথা—
কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, আত্রেয়।

নৈয়ার্ববভাবিয়সে। বাহ্যপত্য ইতি ক্রমাৎ।
শক্তি-গোত্রে তত্ত্ব্য শক্তি পরাশরবশিষ্ঠকাং
প্রবরাং পঞ্চ দাসানাধৌকচুবনভাগবাঃ।
জামদগ্যচাবনানঃ প্রোক্ত মৌলগলাগোত্রজ্ঞাং।
গুণ্ডানঃ তত্ত্ব্য এবংতে কাষ্ঠপাহপামসরক।
নৈয়ার্ববভাবিয়সে। কাষ্ঠপাহপসম্পদাঃ।
দত্তে তত্ত্ব্য কৌশিকানাং শাঙ্গুলাসিতেদেবলাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ে। বশিষ্ঠক্ষ আত্রেয়চৌত্তি চ ত্রঃ।
বৈদ্য-জাতি—প্রবর। ২৬৩

আত্রের-গোত্রোপভ দেবের তিন প্রবর; যথা—
আত্রে, আঙ্গিরস, বাহুপত্য।

ভরবঙ্গ-গোত্রোপভ করের তিন প্রবর;
যথা—ভরবঙ্গ, ভার্গব, চ্যবন।

বাংশ-গোত্রোপভ রাজের তিন প্রবর; যথা—
বাংশ, অসিত, মারকেন্দ্র।

কৌশিক-গোত্র সোমের তিন প্রবর; যথা—
কৌশিক, কাশ্প, ভার্গব।

দত্তান্ব প্রবর এতে রুজ্জরেকুলোপুধাকম ॥
আত্রেয় গোত্রান্তায় দেবান্তে তথা ত্রয়ঃ ॥
আত্রেয় আঙ্গিরসকে বাহুপত্য ইতি ক্রমাং ॥
করে ভরবঙ্গগোত্রে কথিতা: প্রবরস্ত্রয়ঃ ॥
ভরবঙ্গে ভার্গবচ্চ চ্যবনচ্চ ক্রমাদমৈ ॥
রুজ্জরে বাংশগোত্রে ক্রয়োমূলী প্রবরাং শৃঙ্খলঃ ॥
বাংশস্তিততথা মারকেন্দ্রে এবং ক্রমাদিতি ॥
অথ কৌশিকগোত্রস্য সোমস্য প্রবরস্ত্রয়ঃ।
কৌশিক: কাশ্পপৈতীর ভার্গবউপপৈতামৈ ক্রমাং ॥
নন্দি চন্দ্র ধর কুণ রক্ষণ—এই পাঁচ ঘর বরেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত।

দাস দত্ত ও কর—ঈহারা ও বরেন্দ্র খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যে যে বৈদ্য রাজ্যের বলিয়া কথিত হইয়াছেন, প্রায় তহাদের সকল বংশের ইন কেহ কেহ বঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছেন।

নন্দি প্রভৃতি কতক গুলি বৈদ্য মহারাষ্ট্র দেশে বাস করিতেছেন। *

* সেনা দাসন্দু ও পাঁচ দত্ত দুষ্ট দেব কর্মধার।
রাজসোমারান্তাটো রাজ্যের পরিকীর্তিত।
নন্দিনাথের ধর কুণ রক্ষণের পঞ্চ যে।
তে বয়েনের বিখ্যাত দাসদেবকর। অর্প।
রাজ্যের ভিক্ষে যে প্রায়কে বঙ্গে অগ্নি।
নন্দিত্বে মহারাষ্ট্রে নিয়জ্ঞি চ কেচন।
রাটীয়-বৈদ্য—সেনাদির ভেদ। ২৬৫

সেনাদির পূর্বস্থান।

cাঙ্গীশা, গোঞসর, করশ্লকোট, মোহশাসন,
কার্তীক, আলমহাম, মেড়শাসন, মণিগ্রাম,—রাগ-দেশে
সেন-মুখ্য অষ্ট-গৃহ বৈদ্যের এই অষ্ট-স্থান। *

স্থান-ভেদে সেনাদির ভেদ।

উলিবিশিষ্ট-প্রকার সেন, স্থান-ভেদে অষ্টা-
বিশিষ্ট-প্রকার হইয়াছেন। এই ভেদ অষ্টাদশের
তাহাদের কুল-লক্ষণ বলা হইবে। †

এক বিনায়ক সেনের বংশ, স্থান ভেদে নন্দ-
প্রকার,—মালঙ্ক, ধশ্চিত্র, খানক, সেনহাটিক, নার-
হুট, নিরোলীলা, মঙ্গলকোঠক, বায়ীগ্রামীরা, বেতভূয়।

* স্থানবিশিষ্ট গোঞগুর করশ্লকোট এবং চ।
মেড়শাসনকালের সমাবলনমের চ।
মেড়শাসনসম্পাদা, মণিগ্রামবৈচিত্র চ।
অষ্টাদশ সেনমুখ্য প্রাঙ্গণ স্থাননিপূজ।
উলিবিশিষ্ট সেন অষ্টবিশিষ্ট পুনঃ।
স্থান ভেদে নিযুক্ত কর্ম কর্ম কুল-লক্ষণমস।
২৬৬  শুভ-বিবাহ।

এক গয়াশেনের বংশ, স্থান ভেদে চতুর্ভিক্ষ; যথা—বিষপাড়াভব, তিকায়িপুরজ, কচ্ছিসন্তু, ধার্যাগ্রামী।

এক রাঘবসেন খণ্ডগ্রামে বিখ্যাত। তৈহাকে খণ্ড বলে, তাহার অন্ত বাস-স্থান নাই। রাজা বিমলসেন, সেন-ভূমিতে আশ্রয় করেন; তিনি সেন-ভূমিতেই বিখ্যাত। পাত্র দামোদর, শিখর-ভূপতির পাত্র; ইনি শিখর-ভূঞাত, অত স্থান ইহার নাই। বিনসেন, ধল ভূমিতে আশ্রয় করেন। তিনি ধল-ভূমিজ, তাহার অত্যন্ত স্থান নাই। বৃষসেন বঙ্গদেশ আশ্রয় করেন, হাওড়া গ্রামের নামে তিনি খ্যাত। *

* একে বিনায়কে সেনো ভেদেন নবায়নত্ব।
মাকে ধলহুইয়া থানকে সেনহাটিক।
নারহোট নিরালীয়তা মঙ্গলকোঠক।
রায়ীগ্রামী বেহালীয়ে নব বৈনয়কো অমী।
একে পুরনো সেনের ভেদেনৈব চতুর্ভিক্ষ।
বিষপাড়াভব শ্রেষ্ট স্থানগুলুচন্ত।
অন্যে কচ্ছিসন্তু তত্ত পূরনু।
একে রাঘবসেনের কুস্ত খণ্ডগ্রামে সিন্ধত।
স খণ্ডগীতি খ্যাতি। নাগর তসা চ চুলী।
ধনস্তরি-গোট্রের সপ্তবিধ সেনের অষ্টাদশ হান কথিত হইল ।

শক্তি-গোত্র ।

শ্রীবৎস সেন-প্রামুখ শক্তি-গোত্রের সপ্তাহ, হান-ভুদে সপ্ত-প্রকার ; যথা—এক শ্রীবৎস সেন, তেহুট-গ্রামে বিখ্যাত, তাহাকে তেহুট বলে, তাহার অন্য হুল নাই ।

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলে যেমন সিকচারী শ্রোত্রিয়-গণ, রাষ্ট্রীয় বৈদ্য-সমাজে তেহুটগ্রামী মৌলিক-শ্রেষ্ঠ কাশী-সেন-ও সেইরূপ । ইহার সহাদর হইয়া-ও, কুশলী বঙ্গ সমাজে কুলীন হইয়াছিলেন । *

রাজা বিমলসেনোহুৎঃ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ ।
স সেনভূমো বিখ্যাতো নাপর তস্যা চ সহস্রা ॥
পাত্রো দামোদরঃ সেনঃ পাত্রঃ শিখরভূত্ত পাতো ।
অদিনে শিখরভূত্ত নাপর তস্যা চ সহস্রা ॥
বিনসেনোহুপি যেদ্যেকা ধরভূক্তাশ্রয়ঃ ।
স এদ ধরভূমিষ্টা নাপর তস্যা চ সহস্রা ॥
সমুদা বুঝিতে সেনেনে বঙ্গভূমো প্রতিষ্ঠিতঃ ।
হাতিগামাসম্মুত তত্ত্বাধায় । তস্যা তৎ কুলস্থ ॥

* বিষ্ণুত্রী: সেনে যঃ কিল জগতি কাশী বৃহমিয়া
২৬৮ 

শুভ-সীমান্ত।

এক শিশোল সেনের বংশ, হান-ভেদে দ্বিধ; 
ষষ্ঠঃ-পোড়াগাছ অভ ও পোখরিয়া-ভব। এক 
পুরুষেন, শুটিনাগড়ি আশ্রয় করেন। তাহাকে 
শুটিনাগড়ি বলে; তাহার অত ঘূণ নাই। চলনেন 
চলন্ধীপে আশ্রয় করেন, ইদিলপুর তাহার হান। 
এক মুক্তীর সেন, রাজাশ্রয়ে স্বর্ণপিঠী হইয়াছিলেন, 
এক্ষণে স্বর্ণপিঠী বলিয়া খাত, তিনি মল-মৃদুনিজ্ঞ। 
রামসেন তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, মল- 
মৃদুতে তাহার নিবাস।

ম তেহটগ্রামী হরতি স্বর্ণতী মৌলিকবর্ণ। 
ষষ্ঠ দিকগ্রামী দ্বিজবর্ণকেলে মেহেকিরি গণ 
কুলীনে। বংশভূম সহজঠরঘাতেৰূপি কুলনী। 
রামভদ্রের কুলনী।

* শ্রীবৎসসেনপ্রমুখঃ গুড়মী শক্তি গোৰ্গাঙ্গ। 
বেদেন সর্পথে কেয়া গন্ধার্মমন্ম পুনঃ। 
এবঃ শ্রীবৎসসেনেৰূপেহাটগ্রাম বিশ্বমত। 
তেহটর ইতি খাতে নাপরং তলা চ স্বলম। 
এবঃ শিয়ালগ্রামেৰসু বেদেন দ্বিজোদয়েত্ব। 
পোড়াগাছাঙ্গ: শেষঃ পরঃ পোখরিয়াৰত্ব।
রাষ্ট্রীয়-বৈদ্য—দাসের ভেদ। ২৬৯

আদ্যসেন।

আদ্য সেনের বৈজ্ঞ-পুরুষ ছয়-জন। দেশ-ভেদের অনুসারে আদ্য সেন তিন প্রকার;—যথা নপাড়া-সন্ত্র, শালগ্রাম-ভব, মনকরীয়। ঈহারা আদ্যর্থের গোত্র-সন্ত্র এবং সকলে ই সন্ত্র। *

দাসের ভেদ।

দীঘ পঞ্চদশ-প্রকার; কিন্তু হান-ভেদে বিশিষ্টতি-প্রকার দেখা যায়।

এবং যঃ পুরুষেনোত্তর লুটিনগড়ানির্মিত।
লুটিনগাড়া জঙ্গলে খাতিহেন নাপর হরদু।
ছন্দেনোহ পরম্বেকুকশলব্ধীপনিবাসকৃত।
শক্তি গোত্রসমূহ ইধিলপুরসম্প্রতি।
এবং স্তন্ত্রেনোহসৌ ধর্ষণীয় নুপুরপ্রণ।
স এব ধর্ষণীয়া বিখ্যাত মলভূত।
রামসেন পরস্ত্রীবাহ্যত্রী বহুব যঃ।
স মলভূতিনেত্রীবিখ্যাতনেকের পুকু।

* অদ্যসন্ত্র যাহ বীজী ভেদে তিলিতাহানিবৎ।
লুটিনগাড়ানিব্যথ: শালগ্রামভূতোতী।
চায়ুদাস এক, কিন্তু স্থান-ভেদে ছই প্রকার ; যথা—
এক তৈহুটসম্ভূত, দ্বিতীয় মালিকাহার-জ। পশ্চাম-
দাস এক; কিন্তু স্থান ভেদে পঞ্চ-প্রকার; যথা—
বালিনাছি-ভব, মণ্ডল-জানকিক, নৌঢেশ্বর-জ, পুনি-
গ্রাম-জ, পাড়নৌর-জ।

কাল্কুদাস এক, বঙ্গ-ভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা।
তিনি-ও মৌলিকা-গোত্র-সম্ভূত, কোথায় বলিয়া
খ্যাত। তোমাদাস এক। তাহার ছই পুল,—দীপক ও
ফেরার; এই তিন জন-ই বঙ্গ-ভূমিতে প্রসিদ্ধ। এক
বরাহদাস, বৈহারি গ্রামে বাস করেন। তিনি বৈহারি-
রেজ দাস বলিয়া বিখ্যাত। নূসিংহ ও নয়দাস, ইহারা
হইন্দে-ই বঙ্গ-দেশে প্রতিষ্ঠিত, স্থতরাং ইহারা
বঙ্গ বলিয়া খ্যাত। এক বীর দাস, তিনি-ও বঙ্গ;
কারণ, দেখানে তিনি বর-কানার সম্প্রদায় করিয়াছেন।
পাঠরতা গ্রামে রামদাস-ও সেইপুরখ্যাত। তাহার
চারি পুল, তাহার বীজী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাগ্নে,

মানসক্রীয় এবারুপ বাণ। প্রকৃতিতা।
আচার্যগোত্রসম্পূর্ত: সত্যবং সর্ববিশ।
রাত্রী-বৈদ্য—দাসের ভেদ।

পাতেড়, ধাড়, বিড়াল দাস,—ঈহারা চারি ভাত; সকলে-ই স্বতন্ত্র। *

* পঞ্চদশবিধা দাসাস্ত্রমী বিন্দু পুঁঃ।
   একঃ পুনস্কায়ুদ্রাসঃ ভেদেন দ্বিবিনোহি রব তৎ।
   একমিতি ইঙ্কুদ্নুতী দ্বিকাহারঃ পরঃ।
   পঞ্চদশ পুনস্কায়ুদ্রাসঃ ভেদেন পঞ্চতার তৎ।
   বালিনাচ্যতবিশেষঃ পরঃ মণ্ডলার্জনঃ।
   মৌলিকরভনঃ পালস্বর্ণমঃ পারসনীরভন।
   একোহপঃ কামুকাসো বঙ্গভূমো প্রতিষ্ঠাত।
   কোতাইশ্চ ইতি খ্যাতো দাসো মৌলিকাঙ্কৃনায়।
   তোরাইসসাণ্ডৌ তং পুনরঃ খ্যাতো দীর্ঘক্ষেত্রো।
   অমী ত্রয়ো বঙ্গভূমো এলিসাং সর্ব এ হি।
   একঃ ব্রহ্মাঙ্কাসো বৈহারীরামবনন্তু তৎ।
   স বৈহারীরামবাসোঃ খদা মৌলিকাঙ্কৃনা।
   নৃসিংহনরাসায় বৌ বঙ্গভূমো প্রতিষ্ঠিতো।
   তো বঙ্গভূমো খ্যাতো কুলকার্যক্ষেত্রো।
   বীরসসাহি ষষ্ঠো নরেন্দ্রো সঃ বঙ্গজ হতি স্থয়।
   তত্ত্বো বঙ্গে সথপুনম্বাম ভাস্কর্যঃ।
   খ্যাতঃ পানহীরামামে রামসসাহি খত্তু তাদৃশ।
   শূন্যসেন্দ্র চতুর্দো বীজিন্তেঃ বিশ্বাস।
   খ্যাতঃ জাতো-পাঠার্ণার্ণব-বিড়াল-দাসকর।
   মৌলিকাঙ্কৃনাস্ত্রো-স্থতোঃ স্থত্রো সর্ব এব বিঃ।
২৭২ শুভ-বিবাহ।

শুভ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত; কিন্তু হান-ভেদে
অযোদশ-প্রকার কথিত। ইহারা সকলেই কাশ্প-
গোত্র সম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মণ। এক কাশ্প গুল্প,
হান-ভেদে অষ্ট-প্রকার; যথা—বরাহনগরী, পানিনালা-
ভব, বারাবত-সমুদ্র, নীল-বণ্ডোবস্তবিদের বাস
নিরোদলে ও তৈরী। হারা কাশ্প-গুল্প ভব, তাহান-
দিগের বাস-হান ভবরালী। লোক-গুল্পের বংশ-
সমূহ কেহ কেহ মাটিয়ারীতে বাস করেন, কেহ
বা পশ্চিমে নিজেদ্ধায় বাস করেন।

* উপাল্য ষড়বিবাহ ভোদারোদবিবিহার পুনঃ।
কাশ্পপাল্জাহারতাত্ত নরসং সর্ব এ হি।
এক বংশ কাশ্প ভোদেনাশ্বিতেত ইত্যাদি।
বরাহনগরীষ্ঠ মুহুভোদ্ধে কুলকীর্তি।
পানিনাস্থানভবণ্যন্তর্ভবে কুলশোভায়।
বারাবতসমুদ্রভূতায়ন্তর্ভবন্তর্ভব।
নীলগুণ্ডোত্তর যে তে নিরোধপ্রাপ্তিত।
ত্রিধারাবিবাহ কাশ্পগুণ্ডের কথা।
মাটিয়ারীভব কেচিৎ লোকগুণ্ড বংশজাত।
pশিশুসন্মর্মায়ণ্ডীত কেচিৎ নিজেদ্ধচী।
আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-ধর্মন, নিঃশেষ, শক্তি, তপঃ, দান—এই নয়টি কুলীনের লক্ষণ।

এই আচারাদি গুণ্যনিচয় যে সকল মহামায়ার আছে, তাহারা-ই কুলীন।* কুলে কে শ্রেষ্ঠ, কে অশ্রেষ্ঠ, কাহার কুল নাই, ইত্যাদি নির্ণয়ের মূলে-ও কুল-লক্ষণ বিদ্যমান। বস্তুতঃ, আচারাদি নয়টি গুণের অধিকারীর দৃঢ় আসন, মানব-সমাজের অতি উচ্চে স্থ-প্রতিষ্ঠিত। তাহা জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না।

* আচারাদয় এবতে সত্তা যেখান মহামায়াঃ
ত এব হি কুলীনাঃ মানবকুল পারলোকিকঃ

১৮
শুভ-বিবাহ।

এই শুভ-নিচয় স্ব-সমাজে সংরক্ষণের জন্য, প্রজা-হিতৈষী মহারাজ বল্লাল, যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার এই ছায়া লইয়া, বর্ষমান কাল পৰ্য্যন্ত বিবিধ কুলজী গ্রহের স্থাটি হইয়াছে।

সনে কুলে বিনায়ক কুলীন। দাসের মধ্যে চায়ু, প্রসিদ্ধ কুলীন এবং পাপ্ত-ও দাস-মধ্যে কুলীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গ্রুপে কায়ু ও তুপুর কুলীন।

পরলোক কুলজী-কার-গণ প্রথমতঃ এইরূপ সামান্যতঃ নির্দেশ করিয়া, পরে কারণ-নির্দেশ-পূর্বক শ্রেষ্ঠ, মধ্য, অধম এবং ক্ষেমা, আঘাতী, মহাদাত্তী ও অত্যাগাতী, ইত্যাদি-রূপে কুল-ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

আঘাতী, মহাদাত্তী, অত্যাগাতী ও কন্ঠ।

* বিনায়কঃ সনেকুলে কুলীনে।
দাসের চায়ু কুলবান্দ প্রসিদ্ধ।
পাপ্ত-স্বপ্ন দাসের কুলীন উক্ত।
গ্রুপের কায়ু তুপুরের কুলীনে।

রাঢ়ীয়-বৈষ্ণ—কোলীগু। ২৭৫

গ্রাহি-গণ নিষ্কুল। বর্ষমান-কালে কেন্ত্র গুরু-গ্রহণ প্রায় নাই; পুনঃ-গুরু সে স্থান অধিকার করিয়াছে। *

কুল বাহার আছে, তিনি কুলীন। কুলীন তিন প্রকার ;—মহা-কুল, মধা-কুল ও খন্ড-কুল।

মালকঃ, ধলহুঃ, বেড়া ও চায়র সঙ্কন-গণ গরিষ্ঠ, অর্থাৎ অল-দোষে ইহাদের কুল-পাত হয় না। খানা, নগল-কোনিয়া, নরহুঃ, পত্র ও কায়র সঙ্কন-গণ কোমল, অর্থাৎ অল-দোষে ইহাদের কুল নষ্ট হয়। †

ক্ষেমা বা মৌলিক সংবন্ধে নিয়ম এই যে; মূল বাহার বিখ্যাত, অথচ কর্ষ-দোষে কুলীনত্ব নাই, তাহার-ই বৈষ্ণ-কুলে মৌলিক। ‡

* আদাত্মী চ মহাযাতী অত্যাবশ্য ভোকচ।
কে কেশাক্ষেরি চ বীর নিরক্ষী পরিকর্ণিত ই।
† কুল সমাপনে স্ত্রোত্ত কুলান ইতত স বিধা।
মাহাকুলো মধুকুলেঃ খোলো খাণ্ডিতো মত।
মালকীয়াঃ ধলানীয়াঃ বেড়োয়াল্লাঃ চায়র।
গরিষ্ঠ কথিত এতে ন পতনাল্পদোষত।
খানা নগলকোনিয়া নাট্রাং পশ্চায়।
কোমলাং কথিত এতে গতন্ত্বেগুল্পদোষত।
‡ মূলজন্তে উীখ্য নকুলঃ কর্ষদোষত।
বেণাং ত এব বিখ্যাত মৌলিক। ভিঙাং কুলে।
২৭৬  শুভ-বিবাহ।

রাইগ্রামী বিনায়ক, শ্রীধরের বিনায়ক, শক্তি-বংশের তিন দুই সেন, তেহুলীয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ও রামানুজ,--এই তিন ঘর ক্ষেমা, অগ্র সকলে হীন মৌলিক।
চাপুদাসের দুই পুত্র—কোঘামার মন্দার ও মোড়ের দাস ক্ষেমা। দুই গুলো ক্ষেমা। *

আধারী—দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম, এই পাঁচ-ঘর আধারী। †

- মহাধারী—নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ডল, রক্ষিত, এই পাঁচ-ঘর মহাধারী। ‡

* রাইগ্রামী চ খন্ডীয় শক্তি-বংশের ত্রয়োঁ।
ইত্যাদি ক্ষেমভাবা অগ্রে হীনমৌলিকাঃ।
কাংকেশ্বরী হে পুকুরোতে কোঘামারসিনাঃ।
মন্দারো মোড়ের ক্ষেমভাবপ্রতিষ্ঠিত।
গুপ্তো হে অপরো হে ভো ক্ষেমভাবপ্রতিষ্ঠিতো।

† দত্তা দেব করন্তু রাজা সোমঃ স্বত: তৈব চ।
আধারীতি সুমধুর্ণা ইতি বিবচন দুই স্বত:।
নন্দিকেশ্বরো ধরঃ কুণ্ডলে রক্ষিতচেতী পঞ্চম।
মহাধারাং প্রকৃতঃ বলিয়া বিশেষতে বুখঃ।
রাষ্ট্রীয়-বৈধ—কোলীয়। ২৭৭

অত্যাবাহী—আদ্য, বৈধানর, শালক্ষয়ন ও ভর্তাজ, এই চারি ঘর অত্যাবাহী। *

যে কুলে ইন্দ্র ও আদিত্য প্রবিধি হইয়াছে, সে কুল নিশ্চিত নহে হইয়াছে। †

মহামতি হর্জয়ের দত্ত-কষ্ঠ বিবাহ-ব্যাপার লইয়া, সমাজে ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তৎ-পরে তিনি কুলজী-কর্তৃ-পদাধিকারী হইয়া, ব-পক্ষ ও বি-পক্ষ বৈধ-গণ-সংখ্যে রোষ ও তোষের বর্ষণ হইয়া, যে সকল উক্তি লিপি-বং করিয়াছেন, তদন্ত-সারে কোন কুলীন নিকুল হইয়াছেন, কোন অ-কুলীন-ও কুলীনের আদন পাইয়াছেন। সেই ব্যাপারের কিয়- দংশ নিয়ে উত্ত হইল।—

“বৈধ-কুলেতে মহাশয় হর্জয় দাস।

খাহা হৈতে বৈধ-কুলে কুলজী প্রকাশ।”

* আদ্য বৈধানরকের শালকাখনকথা।

ভর্তাজ চন্দ্র রোহিত্যাবাহকতকমন্তক। 

† বৎকুলে ইন্দ্র আদিত্যতৎকলন সম্পিত এবং।
পাণিদেশ কুপ। করি শক্তি কৈল দান।
দেবী-বরে পুত্র বৈদ্য-কুলের প্রধান।
কুপ।-দৃষ্টি করি কুল বংহারে লিখেন।
বৈদ্য-কুলে সেই জন কুলবান হন।
উত্তম মধ্যম কুল লিখিল করিল।
নরাণন্দ নাম যার বৈদ্য-কুলে শ্রেষ্ঠ।
লজ্জা করি না লিখিলা নিজ বিবরণ।
এই হেতু বর্ণে যে দাসের বিবরণ।
বিখ্যাত দাস খ্যাতি পুত্র ছয় জন।
ছই পক্ষে ছয় জন করি যে গণন।
বড় পক্ষে চণ্ডীবর গণপতি দাস।
হৃদয় দাস ত্রীতীয়, করিল বাণী।
দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র কুবের মার্গো।
ছই পক্ষে ছয় ভাই নিবাস শ্রীরাঘু।
ষট্টের অধিক হৃদয় দাসের বাখান।
খ্যাতি নরাণন্দ হু-পণ্ডিত গুণবান।
বৈদ্য-সংঘয়ের লাগি বিঙ্গপূরে গেল।
পাণিদেশ-নিবাসেতে উপনীত তৈল।
রায়ীয়-বৈত—কৌলীন্য। ২৭৯

বৌদ্ধ-কুলে জন্ম পাণিদেত্ব মহাশয়।
দেবী-বর-পুত্র দত্ত মহাতেজোময়॥
দেখিতে সৌন্দর্যা শোভা শামল শরীর।
সর্ব-শান্তে বিশালদে পরম গভীর॥
গঙ্গা-মৃতিকার মাটি সর্বাঙ্গে লেপন।
পূজাতে নৈতিক বড় বিষয় তোজন॥
তৈল-ধূন অঙ্গ-শির দেখিতে সুন্দর।
দেবীর মহাতেজ পণ্ডিত সাগর॥
কুশানেন বসি দত্ত করে যোগ ধ্যান।
তথায় তৃষ্ণা দাস করিলা পায়ান॥
তত্ত্ব করি দত্তে দাস প্রাণ করিল।
পুটাঞ্জলি করি কিছু কহিতে লাগিল॥
জান হীনে কুপাবান্ধ হও মৌরে দত্ত।
শীত্র পড়াইয়া মৌরে করহ কুতার্থ॥
নাম গুনে আইলাম পাঠের কারণ।
পড়াইয়া কর মৌরে যশের ভাজন॥
অনেক দূর হইতে আইলাম আমি।
সুখে দেখি দয়াবান হও মৌরে তুমি॥
শুভ-বিবাহ।

বৈদ্য-বংশে জন্ম নাম নরানন্দ দাস।
বিশ্বস্তর দাস পিতা খণ্ডে মোর বাস।
গুণিয়া দত্তের মনে সন্তোষ জমিল।
পড়াইব বলি তারে আহ্মাস করিল।
দ্বিতীয় বাটীতে বাস কৈল নিরুপণ।
করেন স্বীয়ের পান ভরণ পোষণ।
দান্ত-মতে বহুদিন পড়িলেন দাস।
দিনে দিনে সর্ব-শাক্তে জানের প্রকাশ।
ষথা-কালে এক দিন হবিয়া রাখিয়া।
স্তোজনে বসিল দত্ত দাসেরে লইয়া।
খেসারীর দালি দত্ত অনে সিঙ্গ করি।
সিঙ্গ নহে দৃষ্ট-হীন থাইতে না পারি।
থাইতে নারিল দেথি দাস মহাশর।
পুটাঙ্গুলি করি দাস দত্ত প্রতি কয়।
দালি-সিঙ্গ প্রসাদ মোরে দেহ রূপা করি।
দত্ত কহে বৈদ্যে উচ্ছিষ্ট দিতে নারি।
দাস কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য হই।
শিষ্যেরে উচ্ছিষ্ট দিতে কেন কর ভয়।
রাষ্টীয়-বৈচ্ছ—ফৌলীর্ভ। ২৮১

আমি তব পুল-তুল্য জানিহ নিশ্চয়।
গুনহী সত্বর হইলা দত মহাশয়॥
সুদিষ্ট হইয়া নিজ শেষ তারে দিল।
সেই দিন হৈতে দাস তেজঃপুঞ্জ হৈল॥
এতাহ দতের শেষ লয়ে নিজ করপুঞ্জ॥
মহা পণ্ডিত হইল দাস কেহ নাহি আটে॥
দত-শেষ নিত্যা খাঁক তাহার মহিমা।
সর্ব-শচে বিজ হৈলা পণ্ডিতের শীমা॥
সর্ব-গুণাবিদ দেখি দাসের নন্দনে।
কনিষ্ঠ কন্যা ঠাকুরদাসী কৈল সম্প্রদানে॥
চারি কন্যা মধ্যে দতের প্রিয় ঠাকুরদাসী।
শুভ-লঙ্গে দাস কৈল মনে হৈয়া হর্ষি॥
কতক দিন পরে দাসের কন্যা এক হৈল।
এই-মত দত-ঘরে স্নেহেতে বঞ্চিল॥
কহে রামু মলিক দাসের বিবরণে।
nিজ ধাম খণ্ড যবে পড়ি গেল মনে॥
তার পর কত দিনে দত্তাত্রে বইয়া।
nিজ ধাম খণ্ডে গেলা ভার্যা। স্নীতা লইয়া॥
বৃষ্ণ-জোঠ চণ্ডীবর তবে গণপতি।
ভক্তি করি দৃষ্ট্য দাস করিলা প্রণতি॥
ভার্যা কেনা দেখি গণপতির আকোশ।
মুখে না কহিলা কিছু অশ্রুতে রোষ॥
শ্রেষ্ঠ করিলা বাণ কুবের মর্যাদা॥

* গণাদেশে বাণাদি দৃষ্ট্যেরে দেও॥
কহে নীচ জাতির কন্ঠা ঘরে কে আনি॥
বৈদ্য-কন্ঠা নহে, কুলে কলঙ্ক রাখিল॥
তোমা-সহ ব্যবহার নারিব করিতে॥
বাহির গৌয়ালে থাক ভার্যার সহিত॥
ভিতর মহলে কন্ঠ না কর প্রবেশ॥
মনিলে সকল বৈদ্য করিবেক দেষ॥
এইরূপে বদ্ধোতি ভর্তৃসনা করিন।
বাহির গৌয়ালে স্থান দিলা দেখিয়া॥
বাড়ীর বাহির গৌয়লি চিকি-শালে॥
অর-খালি দেয়, খায় কটু-ভাষা বলে॥

* “গণে বাণে কুলন নামী” প্রভৃতি বচন বোধ হয় এই ঘটনার পরেম শৃঙ্খল্যাছিল।
রাত্রী-বৈষ্ণ—কৌলিন্য ।

২৮৩

বাণাদি তিন ভাষায় হৃষ্ট-পালা দেখিয়া ।
অপমানে হুঙ্গীয়ের করে হুই আঁখি ॥
অপমানে দণ্ড অঙ্গ দেখিয়া ঠাকুরদাসী ।
অন্য জল ভ্যাগ করি রহে উপবাসী ॥
রোদন করয়ে দেবী পেয়ে অপমান ।
কেহ—বার্চায় কি সখ না রাধিব প্রাণ ॥
মৌর পিতা পাণিদত্ত জগতে খ্যাতি ।
তুষ্ট বৈদ্য-গণ কেহ হবে নীচ জাতি ॥
এসকল হৃষ্ট কথা অঙ্গে নাহি সহে ।
বাণাদির বাক্য-জালে মৌর অঙ্গ দচে ॥
এইরূপে কান্দে সদা করে হায় হায় ।
পত্রী বৈদ্যের কথা হইল সহায় ॥
সেন গুর্প আদির কতক নারী-গণ ।
কেহ করি সবে মিলি করয়ে সেবন ॥
তৈল হরিদ্রা আনি কেহ দেয় গায় ।
ভোজন করায় গবা কেহ করায় বায় ॥
কেহ দিবা বন্ধ আনি দেয় পরিবারে ।
এইরূপে বৈদ্য-নারী কেহ দয়া করে ॥
এই মতে দশ-শূন্তা দৃঢ়কেতে বঙ্গিয়া।
নিঃপতি-স্থানে কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
এত অপমানে লজ্জা না হ’ল তোমার॥
পিতৃ-বাসে যাব, খণ্ডন না রহিব আর॥
আমা-সহ বিষুপুরে যদি না যাইবে।
অপমুহুতা হবে মোর নিশ্চয় জানিবে॥
শুনিয়া হৃদয় দাস করিলা স্বীয়া।
কহে শীত্য যাব, হেথা না রহিব আর
বাণের ছষ্ঠতা দেখি রগুর বিপ্লব।
ভাই প্রতি হেন রীত উপশুর নয়॥
এত বলি যাত্রা করি বিষুপুরে আইল।
পাতিদত্ত নিকটতে আসি প্রণমিল॥
দেবী-পূজা করি দত্ত আছিল ধেয়ানে।
পূজা সারি প্রণমিলা দেবীর চরণে॥
সিক্ত-করা চর, ঘট-সমুদ্রে রাখিয়।
বেদ-বাক্যে তত্ব করে কর-যোগ হইয়॥
হেন কালে দশক্ষতা কাঁদিতে লাগিলা।
কহিতে লাগিলা খণ্ডে যত দুঃখ পাইল।॥
রাজীব—বৈচ্ছ—কৌলীন্য।  ২৮৫

বাণ আদি করি মোর খণ্ডন—নয়।
অপমানে দণ্ড তৈল আমার হৃদয়।
কহে বৈদ্য–কো। নহে, নীচের ছহিতা।
আর কত ছষ্ঠ বাণী কহিলেন পিতা! বাক্তির ভিতরে যাইতে নাহি দিল মোরে।
চিকি-শালে ভাত দিত গোয়াল–ভিতরে।
বহু অপমানে কঠঠ বঞ্চিয়াছি তাত।
ঈপাস কৈষ্ঠ তাত! তেংগাইন। ভাত।
পড়ি বৈদ্যের কঠা বহ সেহ কৈল।
তাহা সবা দয়া সেহে জীবন রহিল।
তব কঠা হ'তে মোর এত অপমান।
নিফল জীবন মোর তেংগাইন প্রাণ।
এত বলি উচ্চ করি কাদিয়া উঠিল।
কঠা–হংঃ শনি দন্তের হৃদয় পড়িল।
মহাক্রোধে নয়নেতে বহে ছুই ধার।
বক্ষ বংঃ জল পড়ে মন্দাকিনী পার।
ক্রোধে চক্ষু হইতে অগ্নি কণা বহিরায়
ধরহরি কাঙে অঙ্গ রবি–স্নত প্রায়।
দাস-কুল বিনাশিব ক্রোধ-মুখে কহে।
মোর সুতে ছই কহে বৈদ্য-কাৰ্ত্তা নহে॥
শ্বগন্ধ-গুরে যাইতে কার চেষ্টা হইল।
আসন করিয়া দত্ত ক্রোধেতে বসিল॥
শাপিতে উন্মুখ ক্রোধ দত্তের দেখিয়া।
যোড়-হাতে দত্ত পুত্র দাড়াইল গিয়া॥
কহে অজ্ঞাতের দেখা বিজে নাহি লয়।
দাস-কুল রস্কা কর পিতা মহাশয়॥
মোরে কুপা করি ক্রোধ তাগ কর তুমি।
বাণারি অপমান ভক্তা মগি আমি॥
পুত্রের বিনয় শুনি দত্ত শাস্ত হইল।
দত্ত-পুত্র স্তব করি দাসে রস্কা কৈল॥
দেবানীর অপমান শত্রুঠিয়া করিল।
তাহাত শুনি শুক্রাচার্যের ক্রোধ যেন হইল॥
দেবানী-দাসী হইয়া শত্রুঠিয়া রহিল।
শুক্র-ক্রোধ গেল, দেইতাকুল রস্কা পাইল॥
সেই মত দত্ত-পুত্র পিতাকে সচরি।
বৈদ্য-কুল রস্কা কৈল বহু-স্তব করি॥
রাত্রী-বৈচ্ছ—কোলীশ্ব।

স্তবে ভুঃ হইয়া। দস্ত দাসেরে ডাকিলা।
পূজা করি চন্দন তার কপালেতে দিলা॥
ঘট-বারি আনি ধরে মাথার উপর।
পূর্ণ অম্লগ্রহ করি দাসে দিল বর॥
এই সিদ্ধ-বারি তুমি করহ পূজন।
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী এই নহে অত মন॥
আখিনে প্রতিমা নির্মাণ কভু না করিবে।
মৃত্তিকাতী গোরী-দেবী ঘটেতে জানিবে॥
এই দেবী হইতে তোমার বাড়ীতে প্রভােব॥
যাবে কুল দিবে তুমি, সেই কুল পাবে॥
ঠাকুর বালিয়া খ্যাতি হইবে তোমার।
মোর কন্তঃ ঠাকুরাণী যুথেতে সংগঞ্জ॥
ঘট শিবের ধরি দাস করিলা প্রণাম॥
রত্ন কহে দাস-রূপে শুনে অন্থপাম॥
দেবী-দস্ত বরে দাসের মহিমা বাড়িল।
অনন্যাসে বৈদ্য-কুল বর্ণনা করিল॥

রথু মলিকের কুলছ।
২৮৮  শুভ-বিবাহ।

দৃঢ়ন্ত-স্থলে আমরা মহাকুল দৃহি সেনের ক্ষেমাত ও মৌলিক রাইগামীয় হইতে বরাদ্রিপীর কোমল-কুল-শালিন্ত্র উল্লেখ করিতে পারি। হৃদয় বলিয়াছেন, চক্রপালি দেবী আক্রান্ত, দৃহি সেন, রাজ-দেশে ক্ষেম্য-রূপে নিদ্রিত হইয়াছেন।

যে সকল শক্তি-গোত্রাভিজ্ঞ, দিসেন নামে অভিহিত এবং শুধু, দাস ও অন্য সেন, সং-কুল-শীলের জন্ম ঈষ্টরা পুজ্য। এই সকলকে কুল উদানের জন্য দিসেন ক্ষেম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষেম্য হইলে-ও, দিসেন যে মৌলিকের শ্রেষ্ঠ তাহা-ও কুপা করিয়া হৃদয় বলিয়াছেন।

* দত্ত চক্রপালের কন্যের নিদর্শাদু হিসেবে দিয়।

নিদ্রিতঃ ক্ষেম্য ইত্যব রাধেঙ্গি দুর্জ্জ্বেহব্রবীৎ।

† শক্তিগোত্রের ব্যবস্থা যে চ দিসেন ইতি কীর্তিতঃ

গুস্ত। দাসঃ সেন এতে পুজ্যঃ সৎকুলশীলতঃ।

এতঃ কুল। উদানের হিসেবে ক্ষেম্যতা এবং কুল।

ক্ষেম্যঃ সন্ন। মৌলিকেরে কুপা। দুর্জ্জ্বেহব্রবীৎ।
মহামতি চন্দ্রগাঁও দত্তের আজ্ঞায় তত্ত্বাদিতা কুলজী-কর্তা মহাকুল চর্চ্চ দাসের কৃতিত্বে, মহাকুল দুই সেনের কুল-নাশ বিষয়ে হওয়ার পরে, সম্ভবতঃ নিশ্চল বচনাবলীর স্থান হইয়াছে।

নিকৃল-রণ-দোষের জগত, শ্রীশিবকুলগোত্র মহাকুল দুই সেনের কুল নষ্ট হইয়াছে, পিয়ু দোষের জগত বৈখানরের কুল-নাশ ঘটিয়াছে এবং বরেন্দো দোষের জগত, অপর অনেকের কুল গিয়াছে। অর্থাৎ কুল-নাশের দুই হেতু যেখানে বর্তমান, সেখানে কুল নাই বুঝাইবার জগত এই লক্ষা নির্দেশ। *

দুই, স্বর্গ, দুই, ধোসি, ধূমি, দিয়েন ইত্যাদি পর্য্যায়ে দুই সেনের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীবংশ সেনের দুই পূজা—পুত্রীক ও দোষগাঁও। পুত্রীকের পুত্র ধুমীসেন, ধোসিসেন বা দিয়েন। সকল কুল-গ্রহে-ই ইহার কুল-সম্পদের উল্লেখ আছে। †

* পতঃ কুলঃ নিয়ুক্তগৃহে ডোষাং শ্রীশিবকুলগোত্র মহাকুলঃ। বৈখানরের চ পিয়ু দোষাং বরেন্দো ডোষাং তথা পরেষাং।
† খণ্ডাং গোত্রগোত্র পুত্রীক-সনাতনজোহরজনি ধৃতিসেনঃ।


to be transcribed
রাত্রীয় বৈছা—কৌলিন্য । ২৯১

রাইগমী মৌলিক ঘর তদন্ত সম্ভাত মঙ্গলকোঠাষ—
বাদী বরাতে কুল-প্রদানের জন্য, পরবর্তী কুলজ্যে-কঁ।
রণ্ড মৌলিক দৃঢ়ত্বের প্রতি কষ্টক্ষে করিয়াছেন ;
সহায় বলিয়া ও কষ্ম। করেন নাই । তৎ-কালীন
গাথার স্মরণ করিয়া, সক্ষম হইয়া দ্বী দিয়াছেন ।
কলেবর বুদ্ধির আশ্বাস্কার সে আলোচনা সংক্ষেপে শেষ
করিতে হইল ।

সেনবংশে মহাকুল কৃষ্ণহরি জানা ।
ছোটকুলে কাকিং তেউ সনাতন খানা ॥
ধলগুল মঙ্গলকোঠা মালঞ্চ সাগর ।
বেতুড় নরহত্ত জোড় একাদশ ঘর ॥
দাসে মহাকুল চণ্ডীবর গণ নাম ।
দেবাঙ্কিতে দৃঢ়ত পিতার সমান ॥
দাসেতে বালিনাইচি কেচো মণ্ডল জানা ।
বাস পালিগ্রাম পঞ্চ কুলেবত গণনা ॥
বালিনাইচি মধ্যে ঠাকুর রঘুনন্দন ।
দৈবীকুল ক্রিকলতে বড় বিচ রণ ।
শূন্য-বিবাহ।

বরাহনগর গুপ্ত প্রধান মহাকুল।
ছোটকুল পাশিমালা কাৰ্য্যে ত্রিপুর।
নবর্ণ আচার আর কুল ক্রিয়া করে।
সেন দাস গুপ্ত মধ্যে কুলীন বলি তারে।

ক্ষেম্য।

সেনেতে খণ্ডীয় বিনায়ক রাইগাই।
শক্তি গোত্রে রামানুজ তেহুত কড়ুই।
দাসেতে ক্ষেম্য কুবের মাটিত কোঠামারী।
মৌড়শীরা মন্দার বাড়ী বিষণ্ডা জানি।
গুপ্তেতে ক্ষেম্য মাটিতু সস্পুর সরাই।
কুল-ক্রিয়া থাকিলে শ্রেষ্ঠ ঘর বলা-ই।

মৌলিক।

মৌলিক শেষাল শিখরীগাই সরি।
সারণ নিরলয় গুপ্ত কোচেঞ্জ বিনি।
আর গুপ্ত পিড়াতলী বারাসত কানাই।
৩৪ খল্লা তইপুরা বাণ্গলা ধুনাই।
বঙ্গীয়-বৈদ্য—সমাজ। ২৯৩

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দেশ-ভেদে বৈদ্য-চতির মধ্যে কয়েকটি সমাজের ক্ষুটি হইয়াছে। কিন্তু, ঐ সকল সমাজের মধ্যে রাজ্য ও বঙ্গ সমাজে-ই সর্ব-প্রধান; এরূপ-ও দেখা যায় যে,—

কার্যোপলক্ষে বঙ্গ বৈদ্য-গণ-৫, পশ্চিম-দেশে আদিয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু তীব্রহ্মের সংখ্যা অতি-অল। এই তেই সমাজ-সহ বৈদ্য-গণের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিবাহাদি আদান-পাদান সংঘটিত হয় না। প্রত্যেক সমাজ, খান শ্রেণী-সহ ব্রাহ্মণ-গণের সহিত আপন আপন পুত্র-কন্যা-গণের বিবাহ দিয়া থাকেন। বঙ্গ-বৈদ্য-গণ, শ্রীবিধা-মত পশ্চিম-দেশ-বাসি ব্রাহ্মণের সহিত অথবা পূর্বাঙ্গলে বাণিয়া, খশ-গণে কিংবা তন্ত্রিকট-বংশী অন্য কোন স্থানে বৈবাহিক-ক্রিয়ার্থি করিয়া থাকেন।

প্রায় দেবিতে পাওয়া যায় যে, রাজ্য-বৈদ্য-সমাজে যে গোত্র-সংক্রান্ত বৈদ্য-গণ কুলীন বলিয়া খ্যাত, বঙ্গ-বৈদ্য-সমাজে তত্তৎ-গোত্র-ধারী, বৈদ্য-গণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত নহেন। অতএব,
শুভ-বিবাহ।

এই সমাজের মধ্যে ইহা একটি প্রধান প্রস্তুত। উপনয়ন-সংস্কার উভয় সমাজে-ই প্রচলিত।

বঙ্গীয় কূলিন-বৈদ্যজগতের প্রধান সমাজ-স্থান সেনহাটী, পয়োগাম, খান্দারপাড়া, ও ভট্টপ্রতাপ প্রভূতি স্থান। এই সকল প্রামাণ্য বৈদ্য-গণের মধ্যে-ও আবার ইতর-বিশেষ দেখা যায়। সেনহাটীর ধর্মস্তর, পয়োগামের হিন্দু, ভট্টপ্রতাপের কন্দর্প প্রভূতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কালিয়া প্রভূতি স্থান, যদি-ও সং-বৈদ্য-প্রধান, তথাপি প্রাঙ্গণদিগের সম-হুলা কৌলীন-মর্যাদা সম্পন্ন নহেন, এইরূপ জন-প্রভূতি।

বিক্রমপুরের বৈদ্য-সমাজ-ও অতি-প্রাচীন ও স্থ-প্রসিদ্ধ। লোক-বিশ্বাস মহাময়া রাজবল্লভ এই সমাজে প্রাচুর্য হইয়াছিলেন এবং বহুতর বৈদ্য-সন্তানকে উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছিলেন; উক্ত সংস্কার, তৎকালে অনেক-হলে লুপ্ত-গ্রাম হইয়াছিল।

এই সমাজে কৌলীন-মর্যাদার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেনহাটীর বিকর্ষন বলিয়া বিখ্যাত, কৌলীন-বৈদ্য-গণ ধর্মস্তর-গোত্রীয়। কিন্তু এই ধর্মস্তর-
গাথ্যের অষ্ট-বর্ষ মধ্যে পরিগণিত রামের সম্ভ্র-গণ তাদৃশ কৌণিক সম্পন্ন নিহেন। নির-শ্রেণীর মৌলিক- গণের মধ্যে, অর্থাৎ যাহাদের কিছুমাত্র কৌণিক- মর্যাদা নাই, তাহাদের মধ্যে ও, ধর্মান্তর-গণের দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে এক-গণের বর্তমান হইলে-ও এবং কৌণিক-বিষয়ে প্রভো থাকিলে-ও, বৈধাধিক সম্ভ্রন্থ সংঘটিত হয় না।

পয়োগ্রামের ছিদ্র-গণ শক্তি গাথ্যের। ইহীরা প্রধান শ্রেণীর কুণিন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু, এই গাথ্যের এরূপ বৈধ বৈধা-ও আছেন যে, তাহাদের সহিত বৈধাধিক সম্ভ্রন্থ সংরক্ষন করিতে কুণিন-গণ সংকুচিত হয়।

এই সকল সমাজস্থ প্রধান প্রধান কুণিন-গণের বংশ-ধরদিগের মধ্যে, কেহ কেহ বৈধাধিক উপলক্ষে কিংবা কার্যান্তর-বাপদিগে স্থ-স্থান ত্যাগ করিয়া, অগ্রাণ স্থানে বাইরা বস-বস করিয়াছেন। পুরুষাধিক- ক্রমে এইরূপ স্থ-স্থানের বস-হেতু, তাহাদের স্থান- ভিত্ত দোষ ঘটিয়াছে; অতঃপৰ, সামাজিক-বিধি অনু-
সারে, ইহারা পূর্ব-বাস-স্থানে হিন্দু-কুলীন-সম্প্রদায় অন্যান্য মর্যাদা বিবেচনা। বঙ্গ-বৈদ্য-সমাজে এরূপ স্থান-মে আছে, যথায় উচ্চ-শ্রেণীর কুলীন-বৈদ্য-গণ বাস করিয়া, অতীব হীন-ভাবায় হইয়া পড়িয়াছেন।

ইহা দ্বারা প্রতিপল-হইতেছে যে, স্থান কোনো একটা প্রধান ভিত্তি। এতদ্ভাবে, স্থ-স্থান-স্থিত কুলীন, যদি অ-কুলীনের সহিত ক্রিয়া করেন, তবে তাহার সামাজিক-মর্যাদা, ঐ অপ-সম্বন্ধ-নিবন্ধন, সং-সম্বন্ধ-সম্পন্ন সং-ক্ষুঁ কুলীন স্থান অপেক্ষা হীন

হইয়া থাকে। পক্ষান্ত্রে, অ-কুলীন ব্যক্তি যদি কুলীনে শ্রীয় পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন, তবে তিনি-ও সামাজিক

মর্যাদা কিংবা উল্লেখ হইতে থাকেন। কলঙ্কঃ,

রাষ্ট্রীয় বৈদ্য-গণের ভাষা বঙ্গ-বৈদ্য-সমাজে কোনো ভাষার তত বাধাবিদ্ধ নিয়ম নাই। আজ-কাল বিবাহে বাল-বাহুল্য-রূপ সংক্রামক রোগ যেমন অভাব সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, বৈদ্য-সমাজে-ও,

সেইরূপ এই অদম্য ব্যাধি আশ্রয় করিতে বিসুথ হয় নাই।
কাভর-জাতি।

ঝুঁকি পােশাদে প্রজান্বি পরিপালন।
রাজকর্ম কৰ্ম শৌচ কাভর্ভলক্ষণং মৃত্তম।

tবিষয়-পুৰুৱ।

শাপ্ত্র মেত ভজন-কর্ম প্রজার পালন।
রাজ কর্ম কৰ্ম শৌচ কাভর-লক্ষণ।

নির্পেক্ষ-ভাবে, বঙ্গ-দেশীয় হিন্দু-জাতির, সমাজ-তত্তৰ সম্বন্ধে মৃত্তক রূপে আলোচনা করিলে, মন্ত্রী লক্ষ্যে অতি সহজে-ই, ইহা। উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন যে, বঙ্গ-গুলি রাজ্যের সর্বোচ্চ সিংহাসন, ছহী মুন্দর ও মূর্ত্ত স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত; ইহাদের একটির নাম বৈদ্য, অপরটির নাম কাভর।
ধনিষ্ঠতা, সৌহার্দ্য, আন্তৰ্গত্যা, সেবা, ভক্তি, প্রভৃ-
পরায়ণতা প্রভৃতি বরণীয় গুণ-গ্রাম পর্যায়ে লোচনা করিলে, স্বপন্থ-ভাবে প্রত্যুষ হয়, ব্রাহ্মণ-সমক্ষে কাশ্মুখ-জাতির এ-বিষয়ে অধিকার এবং দারিদ্র অতীক পূর্ণন, প্রসিদ্ধ ও প্রধান; ইহার বিশেষ কারণ এই, বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমনের আদি-কাল হইতে কামশ্র-জাতি, ব্রণ-পূরু ব্রাহ্মণ-রূপের পদাঙ্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়া। অসিতেছেন এবং বর্তমান-কাল পর্যন্ত সেই প্রাচীন-কালের স্থথ-মর-সম্পূর্ন, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন আহ্লাদের কারণ, কারহের পক্ষে ও তেমনি গৌরব ও সৌভাগ্যের নৈতিক ফলতঃ, হতাশ-গৌরব-বীর্যোৎপত্তি ব্রাহ্মণ বর্ণের কল্যাণ-ময় আধুনিকীতেই, কামশ্র জাতির উত্তরোত্তর অসাধারণ উন্নতি ও শ্রীরথি সাধিত হইয়াছে। ইহা অবিচ্ছেদ্য নয় যে, কামশ্র-জাতি কখন ব্রাহ্মণ-সমাজের আশুতোষৰ হইতে ব্যত্যয় হন নাই এবং ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা, মাত্রিক ও পরিচালক রূপে শ্রদ্ধা, মন্ত্রণ ও ভক্তি করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। সমাজ-ব্যক্তের জন্মে অকুতীম সম্ভব,
কায়স্থ-জাতি। ২৯৯

সহায়তা ও এক-প্রাণতার সম্পূর্ণ প্রশংসন হইয়া পাইয়।
থাকে বৃথক ব্রাহ্মণের প্রতি কায়স্থের সরল-প্রাপ-
বিনিমিত্ত তাহার অন্ততম স্থ-দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ
বিশাল বারুধীর অভ্যন্তর-স্থিত মীন-গণের, কখন
সংবলের অভাব অষ্টভব করে না, সেইপূঠ ব্রাহ্মণ-
রূপ ভগবৎ মহীরহের প্রশংসা ও পবিত্র ছায়ায়
উপবেশন করিয়া, কায়স্থ-জাতি কখন পুরো-মাত্র মণ্ডল
মধ্য-মাত্র প্রকোপ সহ করিবেন না বলিয়া আমা-
দের হুলুর ধারণা আছে। বিজ-রাজ বাহার সহায়,
সে ব্যতি বামন হইয়া-ও, আকাশ-স্থিত দ্বিজরাজকে
স্পষ্ট করিতে পারে, ইহা কি অস্তর কথা? যাহা
হউক, কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, বিভাগ,
সমাজ ও শুভ-বিশ্ব-প্রধা সর্বক্ষণ একগণে আলোচনা
করা যাউক।

নূনামিক নব-শত বংসর অতীত হইল, মহারাজা-
ধিরাজ আকার, পুষ্পেটি-যাগ সমাপন জন্ত, কায়-
কুষ্তাধিপতি মহারাজার্ধিগণ বীর সংহের নিকট হইতে
পঞ্জ-জন স্বর্ণিত, সদাচারী, খু ধর্ষ-পরায়ণ ও শাস্ত্র-
শুভ-বিবাহ।

ভিজ্জ ব্রাহ্মণকে অনমন করিয়াছিলেন; এই বিপ-পঞ্চকের সঙ্গে কেনোঞ্জ হইতে বংশ দেশে যে পঞ্চ-জন পুরুষ, “সহচর” বা “সেবক” হইয়া আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা ই বংশীয় কায়র জাতির আধি-পুরুষ। এ-হেলে ইহা ও অবশ্য বীকার্য, এই পঞ্চ জন যদি হীন-বৃতি অবলোকন বাণী হইতেন অথবা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতেন, তাহা হইলে পূর্বের সাধক ও শাস্ত-দণ্ডী ব্রাহ্মণ-পঞ্চক, ইংহাদিগকে কখনই সঙ্গে আনিতে শ্রীকৃত হইতেন না। কায়র-জাতি, যে বর্ণের ই অস্তর্ভূক্ত হউন, ইহা এব সত্য যে, তাহারা শুদ্ধ-শ্রেণীর হিন্দু না হইলে, পবিত্র ব্রাহ্মণের সংস্র-লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। কেনোঞ্জ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ-জন কায়র এ-দেশে আগমন করেন, তাহাদের নামের তালিকা নিয়ে লিপি-বদ্ধ হইল।

ব্রাহ্মণ।

১। ভট্টরায়ণ।
২। দক্ষ।

কায়র।

মকরদ যোগ।
ধর্ষরথ বহন।
কাষ্ঠ-জাতি।

৩। শ্রীকৃষ্ণ।
বিরাট গুহা।

৪। ছান্দো।
কালিদাস মিত্র।

৫। বেদগুরু।
পুরুষোত্তম দত্ত।

নৈসর্গিক নিয়ন্ত্রণীয়, পুষ্ট খেমন পিতার কথন সম্পূর্ণ, কথন বা অশুভঃ গুণ-গুলোর অর্ধকারী বা অশুভকারী হয়, সেবকেরা ও প্রকৌশল এবং শিষ্যেরা গুরুর তজ্জপ গুণের অথবা বিশেষ-গুণের অধিকারী হয়। কাষ্ঠ-জাতির নৃত্য-গোত্র-বাণী বাণিজ্য সংসারের, ইহাকে স্তম্ভ করিয়া গণ্য করা যায়। ভট্টনারায়ণ, বন্দ্যোপাধ্যায় শাক্তী-গোত্র সম্পর নগ্নী, দয়াবান, স্ত্রী-বিদ্যা, ভক্তগণ, শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি সম্পর্ক ও সূচনার অর্থ দীর্ঘমণ্ড ছিলেন। ইহার সেবক মকরান্দ নামে অভ্যস্ত পারিত, প্রিয়বিপাক, চণ্ডী ও গোলামস্ত্র এবং সূচনা পুরুষ-মধ্যে পরিপালিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যোষ-বংশ-সমুদ্র কাষ্ঠ-মণ্ডলী-মধ্যে এবং অগ্রভাগে বহু ব্যক্তি জন-গ্রহণ পূর্বক, বন্ধ-বেশকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। কাষ্ঠ-গোত্র-সম্পর্ক দক্ষ মহাশয় প্রাপ্তি-
শুভ-বিবাহ।

tুল্য প্রজা-বন্ধু, শ্রীতি-বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র মূল-দক্ষ এবং যোগ-প্রভাব-শালী ছিলেন। তদীয় শিষ্য দশরথ বন্ধুর বংশ-ধর-গণের মধ্যে বহু-পুরুষ শ্রী-বিদ্বান, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও যোগী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীহর্ষ মহাশয় মহাকবি, মহাত্মাপস, ইদ্ধির-বিজ্ঞী ও শ্রু-পণ্ডিত ছিলেন।

তদীয় শিষ্য বিরাট গুহের বংশ-ধর-রূপ্যের মধ্যে, এই প্রকৃতির লোক যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছান্দঢ় মহোদয় বাঙ্গালী গোত্রামূলারী; ইনি তাল্লিক, শাস্ত্র-ভিজ্ঞ, শ্রীমল, শ্রীবীর ও ভীষ্মী ছিলেন। তদীয় শিষ্য কালিদাস নিত্যের বশে এই ধাতুর লোক যথেষ্ট।

বেদগত মহোদয়, সাবর্ণ গোত্র-সন্তুত; ইনি বীর, উৎসাহী, প্রতিষ্ঠা মন্ত্রক, পরিশ্রমী, প্রতিভা-শালী, যোগ-বিদ্যা-পরায়ণ, পণ্ডিত ও ভাবুক পুরুষ ছিলেন।

তদীয় শিষ্য পুরুষ বহুমত দত্তের বংশ-ধর-গণের মধ্যে, এই ভাবের লোক, বহু-সংখ্যায় জম্মু-গ্রহণ কার্য, বঙ্গ-দেশের গৌরব ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

এই পঙ্ক্তি-কায়স্থের গোত্র এইরূপ-মজর্জ, সৌকালীন; দশরথ গোত্র; বিরাট কণ্ঠ; কালিদাস
কায়ণ্ড-জাতি। ৩০৩

বিশ্বাসিত্র এবং পুকুরাঠম মৌদগুলা। অথবা কায়ণ্ডের মধ্যে গোষ্ঠ উপাধি হইলে গোষ্ঠ হয় সৌকানীন; বন্ধ হইলে গোষ্ঠ, শুচি হইলে কাঞ্চপ; মিন্ড হইলে বিশ্বাসিত্র এবং দত্ত হইলে মৌদগুলা। কায়ণ্ডের লক্ষণ সমূহে ভবিষ্যত-পুরাণামূলক ভীম-দাক্ষে লিখিত আছে:—

দানমধ্যনং ধানং পরাপরকারিতা তথা।
বিপ্লবেষ্ঠ পরা ভক্তিঃ বিপ্লবে নিত্য সংজ্ঞকন্ন॥
যজ্ঞন্ত শাক্তবত্তেন প্রজানাং পরিপালনম।
রাজসুর্য ক্ষমা শোচঃ কায়ণ্ড-লক্ষণ নৃত্যম॥
বৈকোব দানশীলাস্ত পিতৃযজ্ঞপরাশ্রযঃ।
স্থিরঃ অক্ষাপ্রধ্যু কায়ণ্ডকারবেধিকঃ।
পোষ্ট্রে নিজজর্গাণাং রাজ্ঞানাং বিশেষতঃ॥
শুলপাণি-কৃত দীপকলিকা টাকায় লিখিত আছেঃ—
“কায়স্বয়ঃ রাজসূর্যাং প্রভুতাং প্রভবিষ্যতি বঃ।”
(অথবা রাজ-সূর্যাং প্রহুল্ল কায়স্বমাং প্রভবালী।)
বলা বাচ্চান, পশি উভয়ের প্রদেশ-স্থ যে সমাজ
হইতে বিজ্ঞত হইল, কায়স্ব গণের আদি-পুরুষ
শুভ-বিবাহ।

বাঙালী দেশে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-ভূমি-স্তাহারা সে সামাজিকতার রক্ষা করেন নাই; এই জন্য হিন্দুষ্টানী বা অপর দেশীয় কায়স্থের সহিত, বাঙালী কায়স্থের আদান-প্রদান করিবার রীতি নাই। কায়স্থের আদি-পুরুষ-গণ প্রধানতঃ, নিম-লিথিত দ্বাদশ সম্প্রদায়ের একটি ছিলেন—আহিঠালী, অজ্ঞেয়, বাবীক, ভট্টাচার্য, গৌড়, কুলশেষ ( কুলশেষ ), মাধুর, নিগম, পুরোটানা, শ্রীবান্ধব ( অথবা শ্রীবংস ), শ্রীমান, শ্রীকৃষ্ণ। বঙ্গে ইহার একটি-ও নাই; বঙ্গের কারণ-সমাজ সম্পূর্ণ নাই। বাঙালী কায়স্থ-গণ, তাহাদের আদি-পুরুষ-গণের কোন প্রকার সামাজিক-প্রথা সংরক্ষণ করেন নাই, স্ত্রীতর্ফ, সম্পূর্ণ স্ত্রী। আশ্চর্যের বিষয় এই, পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে এখন-ও, এই দ্বাদশ সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত আছে; কিন্তু, বঙ্গ-দেশে ইহার। আগমন করিয়া যে নব সমাজ সংগঠন করিয়াছেন, তাহাদের তো সকল শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পর-স্পরে আদান-প্রদান চলে না।
বঙ্গ-দেশের মহামায়া ছোট লাট সাহেবের অধিকৃত
রাজ্য, বর্তমান-যুগে, সাধারণতঃ নয় প্রকার কায়
স্তের বন্ধী দেখা যায়; যথা—রাটী, বারেঞ্জ, বঙ্গজ,
কলিতা, ললিতা, পুষ্যা, করণ, মালব ও লাল। ইহা-
দের মধ্যে লালা-গণ বেহারে, করণ-গণ উড়িষ্যায়,
কলিতার আসামে (এবং কিছু পরিমাণে পূর্ব-বঙ্গে),
পুষ্যা-গণ সমুদ্রপূর্ব জেলায় বাস করিয়া থাকেন।
ললিতা-কায়স্থ দিগের বংশ, প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,
হুই এক ধর অদ্ব্যাপি সাধারণ পরগণায় দৃষ্ট হয়।
মালব-গণ পূর্বে সেন্ট্রাল প্রভিঃ বাস করিয়েন,
কাল-প্রভাবে সেন্ট্রাল ইংরেজ বিভাগ উপনিবেশ
স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশের লেফটেনাংট গবর্নরের
এলেকার মধ্য-প্রদেশের কোন কোন অংশ, সম্প্রতি
সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। খাস বাঙালী কায়স্থ-গণ
রাটী, বারেঞ্জ, বঙ্গজ ও “বঙ্গদেশী” এই চারি-শ্রেণীতে
বিভক্ত।


d--


t
সামাজিক-বিভাগ।

রাটী-গণ, দক্ষিণ-রাটী ও উত্তর-রাটী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানের নিয়ম নাই। দক্ষিণ-রাটী ও উত্তর-রাটী বুঝাইবার জন্য পাঠকদিগের নিকটে কয়েকটি প্রধান দৃষ্টাং দিয়েছি। উত্তর-রাটীগণের প্রধান ঘর-দিনাজ-পুর জেলার মহারাজা ও রাজ-সাহেব; কলিকাতার সন্নিকট-বন্দী পাইকপাড়ার রাজ-ঋষণ; মুর্শিদাবাদ জেলার অষ্টর্ত ক্যাডির রাজ-ঋষণ; হুগলী জেলা- সেওড়াপুলির রাজ-ঋষণ; ভাগলপুরের সন্নিকট-বন্দী চম্পারনের স্ব-গ্রামীণ ও ঐতিহ্য-শালী এবং স্ব-বিখ্যাত “সরকার মহাশয়”-গণ, ইত্যাদি। দক্ষিণ-রাটীর প্রধান ঘর-কলিকাতার শোভাবাজার রাজ-ঋষণ; যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার স্ব-গ্রামীণ রতন বাবুর বংশ; হাওড়া জেলার অষ্টর্ত আগুণশী গ্রামের বিচারপতি দ্বারকানাথ নিত্রীর বংশ।

“বঙ্গদেশী” কামদু-দল প্রধা-
কায়স্থ-জাতি—সামাজিক-বিভাগ। ৩০৭

নতঃ, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে বাস করেন।
ঈহাদের আদি-পুরুষ-গণ রাটী ও বঙ্গজ এই দুই শ্রেণীর
একত্র মিলেন, এক নব-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন।
চট্টগ্রাম-নিবাসী বারু পূর্বচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়
ঈহার “কায়স্থ-তরম-তরঙ্গিণী” নামী প্রসিদ্ধিকাতে
আমাদের এই মতকে সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত
করিয়াছেন। চট্টলী বা “বঙ্গদেশীয়” কায়স্থ-সমাজে
গোড়ালীর ঘোষ-বংশ, নয়াপাড়ার গৌহ-বংশ, আমি-
লাইপ গ্রাম দত্ত-বংশ, কোকদাট গ্রামের চৌধুরী-বংশ
অতি প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, বাংলা-দেশে,
এক সম্প্রদায়ের কায়স্থের সহিত, অন্য সম্প্রদায়ের
বিবাহ হইবার নিয়ম নাই।

বারেন্দ্র কায়স্থ-গণের উপাধি।

দীঘি, নদী, চাকি, দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ, সেন
ও কুঁকু। প্রথম তিন ঘর কুলীন, তত্ত্ব আর সমু-
দর মৌলিক। মৌলিক-গণের মধ্যে দেব, দত্ত, নাগ
৩০৮ শুভ-বিবাহ।

ও সিংহ “সাধ্য” (অর্থাৎ প্রধান মৌলিক) বলিয়া সম্বাদিত।

উত্তর-রাটীদিগের মধ্যে সিংহ, ঘোষ ও দাস এই তিন ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। দক্ষিণ-রাটীদিগের মধ্যে ঘোষ, বস্ত্র ও মিত্র কুলীন। দক্ষ-উপাধি-ধারিগণ সর্ব-শ্রেষ্ঠ (অথবা তাকা) মৌলিক বলিয়া খ্যাত।

পে, কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘর মধ্যম মৌলিক।

অবশিষ্ট রাহা, চক্র, ধর, সোম, পাল, নন্দ প্রভৃতি বচ্ছ ঘর কেবল “মৌলিক” বলিয়াই পরিগণিত। বঙ্গ-গণের মধ্যে শুই, ঘোষ ও মিত্র কুলীন। কায়স্থের গোত্র, তাহাদের আচার্যা অর্থাৎ পুরোহিতের নামে হইয়া থাকে। ঐ আচার্য্যের আদি শিষ্যের নামে প্রবরের উৎপত্তি।

ফায়স্ত-জাতি—গোত্র।

অতঃপর ফায়স্তদিগের ধারাবাহিক গোত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।
উপাধি। গৌতম।
সন্ধি।
খোষ সৌকালীন, শাঙ্গিলা, বংশ।
নিত্রি বিখামিত্র। শূর কাশ্প।
দত্ত মৌলগ্য, ভরদ্঵াজ, কাশ্প, বশিষ্ঠ।
সেন ... ... ... আলমান।
সিংহ ... ... ... ভরদ্঵াজ, বংশ।
দাস ... ... ... আত্রেয়।
নাথ পরাশর। পালিত শাঙ্গিলা।
দেব ঘৃতকৌশিক। চন্দ্র কাশ্প।
পাল শাঙ্গিলা। নন্দী আলমান।
কর গৌতম। নাগ সৌপায়ন।
রাহু শাঙ্গিলা। ভদ্র কাশ্প।
ধর কাশ্প।
কুণ্ড গৌতম। সৌম বৌহিত।
রক্ষিত বংশ। অশ্বর ভরদ্঵াজ।
বিষ্ণু গৌতম। আচ্ছা মৌলগ্য।
আচ্ছা শাঙ্গিল। নন্দী গৌতম।
<table>
<thead>
<tr>
<th>उपाधि</th>
<th>गोत्र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>होड़</td>
<td>काश्चप</td>
</tr>
<tr>
<td>राणा</td>
<td>अल्मान</td>
</tr>
<tr>
<td>बल</td>
<td>ए</td>
</tr>
<tr>
<td>राहुत</td>
<td>ए</td>
</tr>
<tr>
<td>कूदर</td>
<td>काश्चप</td>
</tr>
<tr>
<td>आइच</td>
<td>काश्चप</td>
</tr>
<tr>
<td>दीप</td>
<td>ए</td>
</tr>
<tr>
<td>वर्धन</td>
<td>गृंटकॉশিক</td>
</tr>
<tr>
<td>दत्त (दেব)</td>
<td>दत्तात्रेय</td>
</tr>
<tr>
<td>धन</td>
<td>नाहা</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

কায়স্থ-জাতি—কুল-মর্যাদা।

বস্তুতঃ সোহস, বস্ত্র, মির, গুহ ব্যাতীত, বলের অপর কায়স্থ-গণ, মৌলিক বিলাষের গণ; কারণ, রাজা বলাদ দেন, ইহাদিগকে ভিন্ন, আর কাহারকে—ও কোন কারণে নাই। এই কয়েক উপাধি—
কায়স্থ-জাতি—কুল-মর্যাদা। ৩১১

ধারী বাতীত, অপর যে কেহ কৌশল-মর্যাদার দাবী করেন, তাহার পূর্ব-পুরুষেরো, শক্তিস সমাজের শেষ বাজি-বর্গ হইতে কুল-মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন; শাস্ত্রে ঐ করেক ঘর বাতীত, অপর কাহার-ও কুল-মর্যাদার কথা নাই। "ডত্তের" আদি-পুরুষ পঞ্চ-রাজ্যের সঙ্গী বটেন; কিন্তু রাজা বললেন সেন যখন কুল-মর্যাদা অদান করেন, তখন ডত্তের পূর্ব-পুরুষ, হুগলী জেলার অষ্টর্থ বালী গ্রামে বাস করিতেন। রাজ-সভায় ঘোষ, বন্ধু, মিত্র ও শুধুকে কুল-মর্যাদা দিয়া, সর্বশেষে "ডত্ত"কে আমত্রণ করা হয়, এই জন্য কুপিত হইয়া ডত্ত বলেন,—

"ডত্ত কার-ও ভূত্য নয়, সঙ্গে আসে যান।" অর্থাৎ "আমার রাজ্যের ভূত্য-রূপে আসি নাই। অতএব যান ঐ পথে পথিক রূপে, আসিয়াছি মাত্র।" রাজ্যের দাস স্বীকার করিতে, ডত্ত বাত্তর্ক অর্ন-চুক্ত ছিলেন না। কিন্তু অত্যন্ত কোনো আমৃতার হইয়া, ঐ অর্নচুক্ত কথা সহস্র স্থ-মুখ হইতে নিঃস্থত করায়, রাজা বললেন তাহাকে "কুলীন" না
শুভ-বিবাহ।

বলিয়া, “শ্রেষ্ঠ মৌলিক” কহিলেন। প্রথমে শুনা যায়—

ঘোষ বোস্তি শুহ কুলের অধিকারী।

অভিমানে বালীর দর্শন গেলেন গড়গড়ি।

বাহ। হউক, কাশ্প-জাতির মধ্যে, এই নিয়ম আছে যে, সম-উপাধি-ধারীর সহিত কন্যা বা পুত্রের বিবাহ হয় না, যথা—ঘোষের সহিত ঘোষের, মিত্রের সহিত মিত্রের, দত্তের সহিত দত্তের, পালিতের সহিত পালিতের বিবাহ হয় না। সৌকালিন গোত্রের সহিত, সৌকালিন গোত্রের, কাশ্প গোত্রের সহিত কাশ্প গোত্রের অর্থাৎ সম-গোত্রে বিবাহ হয় না।

বিধবা বিবাহের-ও নিয়ম নাই। বাহারা অতি-প্রাচীন-কাল হইতে সমাজে “মহাকুলীন” বলিয়া সম্বন্ধ গ্রাহ হইয়াছেন, তাহারা আপনাদের পুত্র-কন্যার মধ্যে, কাহাকে-ও মৌলিকের ঘরে বিবাহ-স্তুতি সন্ধ্যের করেন নাই। বাহারা কেবল, জ্যেষ্ঠা কন্যার এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলীনের ঘরে বিবাহ দেন, তাহারা মধ্যম কুলীন বলিয়া গণ্য; তত্ত্বের অবশিষ্ট সমুদয়
অ-কুলীন। ঘোষ, বন্ধ ও মিত্র এই তিন ঘর যদি পর
স্পরে বিবাহ করেন এবং অন্য ঘরে বিবাহ না দেন,
তাহা হইলে, পুরুষাঙ্কক্রমে মহাকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া
আসেন। জ্যোতি পুত্র ও জ্যোতি কন্যার কুল রক্ষা
করিয়া ও, সমাজে "কুলীন" বলিয়া গণা হয়েন।
যে সকল মৌলিক, পুরুষাঙ্কক্রমে কেবল কুলীনের
সহিত সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের ঘরে
কুলীনেরা প্রথম কন্যা ও প্রথম পুত্র ব্যতীত, অপরাধ
পর কন্যা ও পুত্রের বিবাহ দিলে ও কুল ভঙ্গ হয় না।
কিন্তু, বাহারা আদেৱ কুলীনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক
রাখেন নাই, অথচ কেবল পুত্র-পুত্রপুত্রপুত্রের মৌলিকের
সঙ্গে ই বৈবাহিক সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহারা
আদেৱ কুলীন থাকিয়া-ও, এখন আর সমাজে কুলীন বলিয়া
গণা হয়েন না। কিন্তু, এরূপ ঘর,
কাযশ্চ-সমাজে প্রায়ই বিরল। এক শ্রেণীর কায়স্থ,
ভিত্তি শাখার লোক হইলে-ও, তাহার ঘরে বিবাহ
দিবার নিম্ম নাই; যুথে বোধ উপাধিধারী দক্ষিণ-রাজী
কায়স্থেরা "বালী" ও 'আকুনা' এই দুই গ্রামী অথবা
ধুই সমাজ-ভূক্ত। একে-ই ছুই সমষ্টি, ছুই স্থানে বাস করেন। যেখানেই বালীতে বাস করিয়াছিলেন, তাহার সমাজ-ভূক্ত লোকেরা, “বালীর ঘোষ” এবং যেখানেই আকৃতি বাস করিয়াছিলেন, তাহার সমাজ-ভূক্ত লোকেরা আকৃতির ঘোষ বলিয়া খ্যাত। আকৃতির ঘোষ ও বালীর ঘোষে পরস্পরে বিবাহ হয় না। কারণ, ইহারা স্বজাতি-ভূক্ত।

কায়ন্ত জাতি—পর্যায়।

কায়ন্তের বিবাহে “পর্যায়” ( পর্যায় ) ঠিক করিতে হয়। পর্যায় সঙ্গের প্রকৃত অর্থ—পুরুষ-পর
স্পর্শে কোন কায়ন্তের কত পুরুষ গত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন কায়ন্ত কত কালের প্রাচীন, পর্যায়
এই তাহা জানা যায়; মনে কর, রামলাল বহুর
পর্যায় ২৫, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই
বন্ধ-বংশের ২৫ পুরুষ বিবাহ হইয়াছে, ইহি বড় বিশ্ব
পুরুষের লোক।* “বিপর্যায়ে কুল নাটি”—
অর্থাৎ পর্যায় ভঙ্গ করিয়া, দান গ্রহণ কার্য্য ধারা
কুল-ক্ষয় হয়। যিনি যে পর্যায়ের লোক, তাহাকে
সেই পর্যায়ের কুলাদিকে আদান এবং সেই
পর্যায়ের কুলের পুত্রকে কলা আদান করিতে
হইবে। নতুনা কুল-কার্য্যের ফল নাই। বিপর্যায়ে
কার্য্য করিলে, মৌলিকান্ত কার্য্য হয়।
কুলাদিকের মধ্যে এবং আদান মৌলিক
রন্ধনের মধ্যে, অহংকার পর্যায় পর্যায়, এই নিয়ম
বদ্ধ-মূল ছিল যে, তাহারা মাতামহ-গোত্রে বিবাহ
করিতেন না। যথা—শ্রামদশক নির্ম, যদি কেঁশবলাল

* কায়স্তে পূর্ণাঙ্গ হিসাবে বন্ধু সহ ও অধিকাংশ অধিভূতি
রাজাদিগের শাসন-কাল, সহজে নির্ধার করা বাইতে পারে।
কায়স্তের পূর্ণাঙ্গ ২৮ পুরুষের অধিক হয় নাই। ঐতিহাসিকেরা
বলেন, অধিক পূরুষের অধিক শাসন-কাল, গড়ে পঞ্চবিংশ বর্ষ ; তাহার
ছইলে সেন-বংশের শাসনকাল (অথবা রাজা বংশের শাসন-
কাল) ৭০০ শত বর্ষের অধিক হয় না। স্থতরাং, অধিশ্রুতির
শাসন-কাল ৮ শত বংশের পুর্ববর্তী।
ঢোষের ঘরে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, শাম মিত্রের পুত্র-গণ, ঢোষ-বংশের দৌহিত্র হইলেন, অর্থাৎ ঢোষ-বংশ শাম-সম্মত-গণের মাতার পিতৃ-কুলে বিবাহ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই নিয়ম, কয়েকটি বিশিষ্ট ঘরে এখন-ও প্রবল থাকিলে-ও সাধারণতঃ, ইহা রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা বলা আবশ্যক, ঢাহারা মাতামহের উপাধি-ধারিবংশ বিবাহ করেন না, সমাজে এখন-ও তাহাদের যথেষ্ট সম্মান রহিয়াছে এবং শ্বত বিবাহ কলে অনেক শিক্ষিত ও ধর্ষ-তীর্থ প্রোচাত্ম কার্যন্ত-বংশ, এখন-ও ইহা পালন করিয়া থাকেন।

কায়ন্ত্র-জাতি—মৌলিক।

বিবাহ-ব্যবস্থায় কায়ন্ত্রের "কুলের" সংবাদ বিশেষ-রূপে অন্যস্থান করা হইয়া থাকে, এই জন্য কুল-মর্যাদার কথা একটি বিশ্বী তাবে-ই ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। প্রথমে ঢোষ, বন্ধু, মিত্র, গুহ, দে, দত্ত,
কায়স্থ-জাতি—মৌলিক। ৩১৭

কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে কুলীনের ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। একজন অবশ্যই ৭২ ঘর মৌলিকের উপাধি বর্ণনা করা যাইতেছে। কায়স্থ-পাঠদিগের স্বর্ণধার জট্ট, ইহা ছন্দাকারে লিপি-বদ্ধ হইল।

হোড় ঘর ঘর রাণ সোম স্বর পাই।
আইচ ধরণী নাম ভং বিনু ভুঁই॥
চাঁকি বল লোধ চন্দ্র রূপ লুই শর্মা।
রাজ আদিত্য বিষু নাগ খিল পিল বর্মা॥
ইন্দ্র গুণং পাল ভবন রক্ষিত অন্তর।
মন গণ্ড ওম নাথ রাহুত বদ্ধর।
সংই হেস রাহা রাণা শূঁ দাহা দান।
খাম কাম ঘর ওষ আস আর মানা।
অর্জন বদ্ধন রঙ শুই কীর্তি ক্ষেমা।
সক্তি ভূত বীদ তেজ গণ বান হেম।
ষশ কুড়ু নদী শীল ভক্ত ধনু শুন দাম।
এই বাহাতর ঘর মৌলিকেতে নাম॥
শুভ-বিবাহ।

এতদেশম আমরা হাতি, বায়, অমর, তুই, হৈ এই কেয়েক উপাধি-যুক্ত কায়স্ক নাম ও সংক্ষিপ্ত নিবিরণ পাঠান গ্রন্থ দেখিতে পাই কিন্তু, ইহারা ৭২ ঘরের তালিকা-তুক্ত নেই বলিবা, মনে হয়, এই উপাধি-গুলি কুল-গত উপাধি নেই, “মজুমদার” “বক্সী” “থাক্কাকী” “মুন্সী” প্রভৃতি সরকারী উপাধির সমক্ষ নয়। কিন্তু, বর্তমান-কালে-ও, ঐ সকল উপাধি-যুক্ত কায়স্ক-পরিবার বর্তমান আছে। তাহারা তাহাদের কুল-গত আদি উপাধি আদে জানেন না।

কায়স্ক-জাতি—কুল, শাখা।

কুল নয় প্রকার, - পাঁচট মুল ও চারটি শাখা। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছব্বস্তা, মধ্যাংশ ও তোয়াল এই ৫টি মূল, ইহারা ধারাবাহিক-রূপে সম্মান পাঁচ হইয়া থাকেন। কনিষ্ঠের ২য় পুত্র, ষষ্ঠ ভ্রাতার ২য় পুত্র, মধ্য ভ্রাতার ২য় পুত্র এবং তৃতীয় পুত্রের ২য় পুত্র।
কায়স্ম-জাতি—কুল, শাখা। ৩১৯

শাখা। কুল বলিয়া গণ্য, অর্থাৎ প্রথম পুত্রকে কুলীনের পরে বিবাহ দিতে অর্থাৎ বাধা, কিন্তু উপরি উক্ত সম্পাদনের গুলিতে—ও যদি কুলীনের পরে বিবাহিত করা হয়, তাহা হইলে কুল উজ্জল হইবে থাকে। এই বংশ মূখ্য কুলীনের নামে গণ্য। বঙ্গজ কুলীন কায়স্ম, জেষ্ঠ পুত্রের কুল রক্ষা করিতে পারিলে, কুলীন বলিয়া পুরুষাপ্রকৃতি গণ্য হন। বঙ্গজ কুলীনের সর্বপ্রথম বল্লালের শ্রেষ্ঠ বিভাগে মত দেন, তাহাদের জন্য রাজা বল্লাল সেন নিয়ম করেন—

নবধাপুণ-সম্প্রচার সর্বে আর্থ-বিবাহকাঃ।
বিকল্পীণবেহীনা যে মধ্যায় মধ্যমায় শ্রুতঃ।
এতেমনি গুণেহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকৃতিভার সর্বোপেক্ষাঃ।

অর্থাৎ কুলীনের নবলক্ষণ পূর্ণভাবে যাহাতে দৃষ্ট হইবে, তিনি আর্থ-কুলীন ( শ্রেষ্ঠ কুলীন ) বলিয়া গণ্য হইবেন। তদপক্ষে ইতরগণ মধ্যলা বা মধ্যম কুলীন বলিয়া গণ্য। তদন্তর গুণাবলীর মহাপাত্র বলিয়া গণনীয়। রাজা বল্লাল, পূর্বে বঙ্গবাসী কায়স্মগণের গণ ভিন্ন আর কাহারকেও, “আর্থ-কুলীন”
উপাধি দেন নাই। সৌকালীন গোত্রের ঘোষ, গোত্র গোত্রের বন্ধ, কাষ্ঠপ-গোত্রের শুভ এবং বিষ্ণুমিত্র-গোত্রীয় মিথ্রকে তিনি আর্য্য-কুলীন করেন। মৌর্য্য-গোত্রের দত্ত, সৌপায়ন গোত্রের নাগ, পরাশরীয় নার্থ ও কাষ্ঠপ-গোত্রজ দাস, মধ্যলা হন। ধর, নন্দী, দেব, কুঞ্জ, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আচা এবং নন্দন, ঈহারা মহাপাত্র হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সমুদ্র বংশ মৌলিক বলিয়া গণ্য। পুরুষর বন্ধ মহাকুলীন ছিলেন; তিনি যা উপাধিতে সম্মানিত হন। ইনি সমাজ-পতি-রূপে বরিত হওয়ায়, ঈহার ব্যবহার, শাল্যরী ব্যবহার প্রচলিত হইত। ইনি নিয়ম করিয়াছিলেন—

এই পর্যায়ে সমাজসম্মত দানের মূলমন্ত্র।
কর্ত্তভাবে কুশতাং প্রতিজ্জ বা পরমপ্রসন্ন।
কুলীনাত্র স্থতাং স্বর্যা কুলীনায় স্থতাং দল।
পর্যায়ক্রমে স এব কুলাপনঃ যে বৈ।
অর্থাৎ সমাজ পর্যায়-বিশিষ্ট কুলীনের সহিত
আদান-প্রদান-ই প্রশস্ত। কর্ত্তার অভাবে কুশ-মন্ত্রী
কায়ন্ত্র-জাতি—কুল, শাখা। ৩২১

কায়ন্ত্র অর্থাৎ “জমিলে তোমাকে দিন” বলির।
প্রতিভা করিলে-ও, কুল রক্ষা করা হয়।

আদানঞ্জ প্রাদানঞ্জ কুশতাগত্যতথ্যবচ।
প্রতিভা ঘটকারে চ কুলধর্ষণত্ত্বেরিং॥

অতএব, গোষ্ঠ, বন্ধ, মিত্র ও শুভ, ইহারা কুল-
ক্রিয়া করিতে বাধ্য। অবশিষ্ট সিদ্ধ-মৌলিক (৭ঘর)
কুলীনের সহিত সর্বক্ষণ রাখিলে, সমাজে সম্মানিত
থাকেন। সাধ্য মৌলিক, ৭২ ঘর কুলীনের সঙ্গে
সর্বক্ষণ রাখিতে পারিলে, ভাল-ই। মৌলিক শাখার
প্রকৃত অর্থ “মূল-শ্রেণীর”, অর্থাৎ উপরি উক্ত চারি
ঘর এবং তদনন্তর ৭ ঘর এবং তাহার পরে ৭২ ঘর,
ইহারা আদি কায়ন্ত্র। তদনন্তর অঙ্গাঙ্গ উপাধি-
যুক্ত কায়ন্ত্র-বুদ্ধি শাখা মাত্র। ইহারা অচল নামে
খ্যাত, ইহাদের উপাধি এই—নন্দী, ইশ্বর, তারা,
অর্ণব, আজ্ঞা, শাল, উপমান, যাম, এব, বিন্দু, গৌড়ী,
বারী এবং জ্যাম। ইহাদের ঘরে বিবাহ করিলে,
গোকুল ৪ ঘর, ৭ ঘর ও ৭২ ঘর “পতিত” বলিয়া
গণ্য হইবেন; কারণ, ইহারা বাঙালি দেশে বাস
২১
করিলে-ও, বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজের কোন নিয়ম রক্ষা করেন না এবং পশ্চিম-দেশীয় সমাজের অন্তর্করণ করিয়া, শাস্ত্রাচারপক্ষে লোকাচারাকে অধিক মাত্র করেন; তবুও, অসামাজিক ব্যবহার দ্বারা হিন্দুর নয় করিয়া থাকেন, অথচ ঈহারা ব্যবসায়ী এবং একে বাঙ্গালী। ঈহারের সমাজ স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ, ঈহারা "লিপ্লিয়া কাজেত" নামে পরিচিত। ঈহারের সংখ্যা কম; ঈহারা একে মানভূম, সিংহভূম, চৈত্য, তৃষ্ণা, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তাগলপুর, মুঘল বৈদিকভাবে প্রভূতি অঞ্চলে বাস করেন।

কায়স্থ-জাতি—দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয়-সমাজ।

দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় কায়স্থ-সমাজে মূখ্য কুলীনের
১ষ্ঠ পুত্র জমি দ্বারা মুখ্য; ২ষ্ঠ পুত্র জমি দ্বারা কন্নিত; তৃ পুত্র জমি দ্বারা মধ্যাঞ্চল; ৪ষ্ঠ পুত্র জমি দ্বারা তেংজ ও অভাস্য পুত্রের জমি দ্বারা মধ্যাঞ্চলের দ্বিতীয় পো; কিন্তু, মুঘলের ২ষ্ঠ ও ৩ষ্ঠ পুত্রের মুখ্যত্ব হয় দান।
কায়স্থ-জাতি—দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয়-সমাজ। ৩২৩

গ্রহণ দ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য ইহাকে “বাড়ি মুখ্য” বলে। এইপ্রকারে ৪র্থ ও ৫ম পুত্র কনিষ্ঠের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা, কনিষ্ঠের ৬ষ্ঠ ও ৭ম মধ্যঃশের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা মধ্যঃশে এবং ৮ম ও ৯ম তেওজ্যের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা তেওজ্যে ভাব হয়।

দক্ষিণ-রাষ্ট্রী কায়স্থ-সমাজে জ্যেষ্ঠ-পুত্র-গত কুল হইয়া থাকে। সম-পর্যায়-রিশিষ্ট কুলীন-কন্তার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের ১ম বিবাহ হওয়া একাংশ আবশ্যক। শাল-কের কুল-ভঙ্গ হইলে ও কুলীনের কুল-চূড়াত হন।

কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অকুলীনের সহিত কার্য করিলে, তাহার অবশ্যই রাতা-গণ পর্যায়ে কুল-চূড়াত হইয়া থাকেন। মোলিকের কন্তার সহিত বিবাহ দিলে, কুল নষ্ট হয় না। মোলিকের অতি আগ্রহ সহকারে বিবাহিত প্রথম পুত্রের সহিত বিশেষ বার কন্তা-দান করিলে, তাহাকে ‘আদ্যরস’ কহে। আদ্যরস-কারী মোলিকেরা সমাজে সমানিত স্থান প্রাপ্ত হয়।

কুলীনকে কন্তা-দান ও কুলীনের কন্ত। গ্রহণ, মোলিক মাত্রেরই কর্তব্য। মোলিকে মোলিকে আদ্যরস-প্রদান,
শুধ-বিবাহ।

সমাজপতি পুরুষর বন্ধ মত নিষিদ্ধ; কিন্তু, কালক্রমে এই নিষেধবিধি শিখিল হইয়া আসিয়াছে। 'আদ্যরস'-প্রথা কেবল দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় সমাজেরই বিদ্যমান, অন্য প্রকারের কায়স্থ সমাজে তাহা কখন প্রচলিত হয় নাই। রাজনীতিতে ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—

স্বপিতৃষ্ঠাতে পিতা দ্যায় স্ত্রুতস্ত কারকর্ষক।

পিণ্ডানোবহনাভেবাং তদভাবে চ তত্ত্বমাং।

টীকা—“পূর্ণত দ্বিতীয়বিবাহাদৌ পিতা নান্দীশ্রাদ্ধ ন কার্যাং, দ্বিতীয়বিবাহাদেৈঃ সংস্কারাত্তাবাং।” স্বতরাং পুত্রের সংস্কার কার্যে পিতা, শ্রীর পিতৃ-পিতামহ-গণক নান্দীশ্রাদ্ধে পিণ্ডাদি দান করিবেন; কিন্তু পুত্রের দ্বিতীয় বারের বিবাহ হইলে, নান্দীশ্রাদ্ধ কর্ষক বলিয়া গণ্য হয় না; কারণ, দ্বিতীয় বিবাহ “সংস্কারবিবাহ নহে” ঐহ-ই রাজনীতিতের মত; স্বতরাং 'আদ্যরস' প্রাচীন শাস্ত্র বিধির শিখিলত জন্মে। এই কারণে, কায়স্থ-সমাজে বর্ণভক্তির কালে অনেক আদ্যরসকে প্রিয় বং শ্রেষ্ঠ বিধি বলিয়া স্বাভাবিক করেন না।
কায়ন্ত্র জাতি—উত্তর-রাঠীয়-সমাজ। ৩২৫
কায়ন্ত্র-জাতি—উত্তর-রাঠীয়-সমাজ।
উত্তর-রাঠীয় সমাজে, সাই সাই ঘর লইবার সমাজ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—কুলীন, সম্মৌলিক ও সামাজ মৌলিক। সৌকালীন গোত্রের ঘোষ ও বাংসী গোত্রের লিঙ্গ কুলীন। দাস, মিত্র ও দত্ত সম্মৌলিক। অবশিষ্ট সামাজ মৌলিক। উত্তর রাঠী কায়ন্ত্র কুলীনধিগের সমাজ-স্থান—কান্তি, পার্চনী, জ্ঞান, রশেষাটা, স্নেহুলা, বালিয়া ও কপাশটুলী। মুনি, হাঙ্গী, কারফোর্ট, বংশীবদনি, খোঁ কুন, সানবাড়ি, জয়বাবু, গুরুপেশা, কাপিনার, ভর্গু ও নেজুলী এই কয় ঘর উত্তর-রাঠী সমাজে মহাকুলীন বলিয়া গণ্য। উত্তর-রাঠী সমাজে কুল পুরুষ-গত। কথার সহিত কুলের সহিক নাই। উত্তর-রাঠী ঘটক-কারিকার কুলের বাড়নি এইপ্রকার দেখা যায়; যথা—
জোমোতে জয়হরি আগে নিকখ রাখব।
বালিয়াতে বনমালী জগুগায় কেশব।
মুনি মৌলিক গ্রামবাড়ি।
জীব হাঙ্গা সমতুল।
ধূত-বিবাহ ।

নাগ রাঘব জয়হরি ।
খুঁ বংশী মাঠের বাড়ী ॥
বঞ্চর কাটকে ঘাঁর না বিধিল ভঙ্গ ।
উত্তর গোগুহে যে না ধরিল জাম ॥
আভবনে খাগা দই না খাইল যেই ।
নিক্ষয় জানিবে কুলীন রহিল সেই ॥

অপর ঘটক লিখিয়াছেন—
শাহিদো স্তন্নাশীর ধনমাশীর কাঙ্গে।
ভরলাজে সর্বনাশীর করে শীল নিপাতিতে ॥
তৈরিরুমে নিরাবিল তৈরি পুরুষে ভঙ্গ ॥
শিবজুটি মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ ॥

কায়ন্থ-জাতি—বারেন্দ্র-সমাজ ।

বারেন্দ্র সমাজে দাস, নগর ও চাকী অধিকাংশ কুলীন অর্থাৎ সিংহ ঘরে বিবাহ প্রায় কুলীনে কুলীনে হইয়া থাকে। সাধ্য ঘরে হওয়া দৃষ্টির নহে। দেব, দত্ত, নাগ এবং সিংহ এই চারি ঘর সাধ্য
কায়স্থ-জাতি—বারেণ্ড্র সমাজ। ৩২৭

বলিয়া খাত, অবশিষ্ট সমন্ত কার্য প্রায়ই কুলীনের সহিত কার্য্য করেন না। মৌলিকে মৌলিকে বিয়ে প্রচলিত আছে। বারেণ্ড্র-সমাজে বাণ্ডলালীর রায়-বংশ সমাজ-পতি। ইহারা উনায়া শাখায় কার্য্য; গোত্র গর্ভ। প্রবর-অমিত, দেবল ও গার্ভ।

কায়স্থ-জাতি—বঙ্গাজ-সমাজ।

বঙ্গাজ-শ্রেণী মধ্যে যশোহর সমাজে জন-সংখ্যার হাস বশতঃ, শুভ পরিণয়-ক্রিয়ায় পর্যায় হিসাবের নিয়ম থাকে না। চক্রালী, ইদিলপুর এবং বিরক্তপুর সমাজে পর্যায়-ব্যতিক্রমে বিয়ে হইয়া থাকে; পূর্বকালে এইরূপ কার্য্য কুল-ক্ষয় হইত, কিন্তু একাদে ইহাকে “কুল-ক্ষয়” না কহিয়া, ঐ অঞ্চলের কার্য্যের। “জয়-পরাজয়” অথবা হার-জিং কহিয়া থাকে। যথা—
বাইশের পর্যায়ের সহিত ভেইশের কার্য্য হইলে, ভেইশের পরাজয় এবং ভেইশের জয় হয়। “অভাবে বিদ্ধি নষ্ট হয়” এই নিয়ম তথায় প্রচলিত। ফলতঃ,
শুত-বিবাহ।

বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে ঘাঁটারা বংশজ কিংবা কুলজ-ভাবাপন, তাহাদের পর্য্যায়ের নিয়ম নাই; এক্ষণে কেবল দক্ষিণ-রাষ্ট্রী সমাজেই ইহঁ প্রবল ভাবে প্রচলিত আছে।

পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাহ-ক্রিয়ার এই নিয়ম আছে যে, বর এক-খানি কাঠাসনোপরি দণ্ডায়মান থাকেন, কন্যাকে ঐরূপ এক-খানি আসনে বসাইয়া, তাহার জ্যোতি কিংবা ধন-র্ক্ষণ আসন উঠাইয়া, বরকে প্রদক্ষিণ করাইয়া, সমস্ত ধারণ পূর্বক শুভ-দৃষ্টি করান।

সম্প্রদায় এবং এই প্রথা, যশোহর সমাজে এখন-ও প্রচলিত; পূর্ব-বঙ্গে বরকে ঐরূপ আসনে উপবাসন করাইয়া, হই ব্যক্তি ঐ আসন-খানি শুভে উত্তোলন করিয়া রাখেন, কন্যাকে আসনে বসাইয়া, হই ব্যক্তি ঐ আসন উত্তোলন পূর্বক, বরকে প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ-সময়ে বরের সমস্ত এক-খানি বন্দাচ্ছাদন করেন। ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, ঐ আচ্ছাদন-বসন মোচন করিয়া শুভ-দৃষ্টি করান হয়। 'এই-রূপ কার্য্য সমাপন হইলে, সম্প্রদায় ক্রিয়া হইয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গে সম্প্রদায়-স্থান অন্তঃপুর-মধ্যে
হর; পূর্ব-বঙ্গে এবং যশোহর সমাজে সম্প্রদায় ছাড়ে
একটি সভা হয় থাকে, সেই ছাড়ে সকলের সমাগম হইলে, সম্প্রদায় এবং কৃষকরা যজ্ঞাদি কার্য্য
নির্মাণ হয়। ঐ দিবস যজ্ঞ সম্পন্ন না হইলে, পর দিবসে
হইবার-ও প্রথা দেখা যায়; কিন্তু, এই নিয়ম কেবল
বারেম্ব শ্রেণীর কার্য্য-সমাজে প্রচলিত। পূর্ব-বঙ্গে
বিবাহধিনি মাঝলা কার্য্যে ক্রীলোকেরা মাঝলা গান গায়,
পশ্চিম বঙ্গে সে নিয়ম নাই। উত্তর-কার্য্যে পশ্চিম
এবং পূর্ব-বঙ্গে আর একটি বিশেষ নিয়মের প্রভেদ এই,
পশ্চিম-বঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণ অর্থাৎ কুলীন
কিংবা অকুলীন এবং ধনবান্ধ ও দরিদ্র গণ বরকে
আপন আলায় আনিয়া, কষ্টা-দান করিয়া থাকেন,
অর্থাৎ কষ্টা পিতার গৃহে বরকে স্ব-বল-সহ যাইতে
হয়; পূর্ব-বঙ্গে বরের গ্রহে কষ্টা-কর্তা কষ্টাকে লইয়া
আইনে; কিন্তু, কোন কোন স্ত্রী ইহার বাতিক্রম
হইলে-ও, সামাজিক মতে দোষ হয় না। পূর্ব-বঙ্গে
বর কুলীন বা অকুলীন হউন, ক্ষতি নাই; কষ্টা-কর্তা
আপন অবস্থানের বেষ্টিতদ্ব্যতীত কার্য্য সমাধা
করিতে পারেন। কাঠা-কর্ডি কুলীন, কিন্তু বর নীচকুল-সম্ভূত হইলে, খ্যাতিভূষিত বিবাহ দেওয়া, অপমান বিবেচনা করেন। পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্য ওউত্তর-রাজ্যের সমাজে গার্হ-হরিদ্রা প্রথা আছে। যশোহর সমাজে-ও তাহা বিদ্যমান; কিন্তু, পূর্ব-বঙ্গ সমাজে ইহার প্রচলন নাই। পূর্ব-বঙ্গে আত্মানিক কর্মের আত্ম-তপ্ত নিঃশ্বাস গৃহে প্রস্তুত করার নিষেধ আছে; ধান-ভানার একটি গুদার বিন ঘির করিয়া, ঐ দিবসে ধান ভাদিয়া, তপ্ত গ্রহণ করা হয়, তত্ত্বলক্ষে প্রতিবাসী ব্রহ্মলোকদিগের আহার ও ভেঁজে হইয়া থাকে। অবহ্রান্তসারে সকলকে-এই নিষেধ পালন করিতে-ই হইবে। বিবাহের পূর্ব দিবস; বরের আগমন হইতে কথার ভেবে অধিবাসের সামগ্রী প্রপোষিত হয় ; তাহা-হইতে মিথ্যামানসারে হইয়া থাকে; যথা: একখানি পিতলের থালা, একটি বাটি ( তন্মধ্যে বরের ললাটে প্রদেশ চূড়ান ), একটি সিদ্ধুরের, কোটা ( তন্মধ্যে সিদ্ধুর ও একটি টাকা, এক গাছি মালা, এক গাছি ঘুন্সী, অন্নসূ, একখানা সাড়ী, কিছুই
কায়ন্ত্রিক—বংশ—সমাজ। ৩৩১

দধি, কিছু মঞ্চ ও পাণি সমর্পিত হয়। কুঁটুর দাতার কিছুই নিজে ভোগ করেন, না, কুঁটুর লক্ষ্যে ঐ চন্দনের ফৌটা দিয়া পরে মালা, খুন্দি, সিদ্ধুরের কোটা এবং সাড়া করাকে দেওয়া হয়। অনন্তর দধি, মঞ্চ, মিঠাপানি প্রভৃতি মণ্ডলে দিবার নিয়ম আছে। খালা, বাটি ও একটি টাকা, দাসী, নাপিতানী ও ও গোপ-কুঁটুর পাইরা থাকে। সকলকে এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইতে হয়। দাসী, নাপিতানী ও গোপ-কুঁটুর ঐ অংশ না পাইলে, পুরোহিত এবং গুরু, উদ্বাহ-কার্য্যে যোগ দেন না; স্ত্রী; এই নিয়ম অবশ্য প্রতিপালন বিধি মধ্যে পরিগণিত।

পশ্চিম-বঙ্গে, কুঁটুর সম্প্রদায়ের পরে, বর-কুঁটুর বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলে, গীরের ভিতর, উপহাস আমন্দা করিয়া থাকেন। পূর্ব-বঙ্গে অন্য প্রাকার প্রথা আছে। পূর্ব-বঙ্গে সম্প্রদায়ের পরে, বর-কুঁটুর বাসর-গৃহে গমন করিলে, স্ত্রী-আচার কার্য্য সমাধা হয়; অনন্তর, ঐ গৃহে স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন আর কেহ ধাকিতে পার না। রঞ্জনী বিগত হইলে, গীরের ভিতর,
বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া, বর-কন্যাকে আবর্ত করিয়া রাখেন এবং শয়নখানের অর্থ গ্রহণ করিয়া, তবে মুক্তি দেন। ঐ অর্থ সংগৃহীত হইলে, ক্রীলোকেরা তাহা পাঙ্ক হন না; কেবল দাদী, নাপিতানী ও পাড়ার চাক-বাদ্যকারীর পত্নী পাইয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গ ঐ টাকা বাসর-ঘরের ক্রীলোকেরা গ্রহণ করেন।

কায়স্থ-জাতি—দান-গ্রহণ।

দান-গ্রহণ সম্বন্ধে সকল হলে ঐ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, “একূত মুখ্য” “একূত সহজ” এবং “কোমল” এই তিন শ্রেণী হইতে দান গ্রহণ করিলে, কুল-ক্ষয় হয় না। কনিষ্ঠাদি নিম্ন শ্রেণী হইতে দান গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ, তাহাতে কুল-ক্ষয় হয়। প্রকৃত মুখ্য বংশের লোক, প্রকৃত মুখ্য বংশ হইতে দান গ্রহণ করিলে, শৌর্য্য কার্য্য বলিয়া প্রাপ্ত হয়। সহজ ও কোমল কুল হইতে দান গ্রহণ করা। একূত
কায়স্থ-জাতি—দান-গ্রহণ। ৩৩৩

কুল-পেরার নহে। সমান শ্রেণী হইতে গ্রহণ করা।
সমান কার্য্য এবং নিম্ন শ্রেণী হইতে গ্রহণ করা নিদিত্ত
কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া যায়। 'সহজ বাড়ি মুখ্য' 
অর্থাৎ সহজ মুখ্যের ২য় বা, ৩য় পুত্র হইলে, তাহাকে
সহজ মুখ্যের সহিত কার্য্য করিতে হইবে, তাহার
হইলে রুদ্ধিক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সহজ মুখ্যের সম্মান
প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু, তিনি জমি-কোমল মুখ্যের
সহিত গ্রহণ কার্য্য করিলে, কোমল মুখ্যের প্রকৃত হুন,
স্থদ্রাং, মুখ্যের প্রথম কন্ঠাকে গ্রহণ করা কর্তব্য।
যদি কোন বাড়ি-মুখ্য অন্য কুল হইতে গ্রহণ করেন,
তাহা হইলে তিনি যে কুলের সহিত কার্য্য করিলেন,
সেই কুল প্রাপ্ত হইবেন। কোমল মুখ্যের ২য় এবং
তৃতীয় সমস্ত সত্য সহক্র-ও ঐরূপ নিয়ম বর্তমান আছে।
এইজন্য জমি-সহজ বা জমি কোমলের কন্ঠাকে গ্রহণ
করিতে হয়, নতুন কুল হানি হয়। ফলতঃ, গ্রহণ-
কার্য্য-ই কায়স্থের কুল-রক্ষার মূল।
কায়স্থ-জাতি—নবরঙ্গ-কুল।

দান-সর্বক্ষেত্রকে কতক-গুলি নিয়ম এখানে লিপি বর্ণ করা হইল। উপযুক্ত দান সর্বক্ষে-ই প্রশংসনীয়। গ্রহণ ও দান যথাযোগ্য হইলে-ই কুল-রক্ষা হয়। মুখ্য কুলী-নের যে “নবরঙ্গ-কুল” আছে, তাহা অত্যন্ত সম্মানিত; ইহার নিয়ম এই—ঝোঁটা কথাকে সমান কুলে, দ্বিতীয়া কথাকে দোহে-ই কুলে, কনিষ্ঠ কুলীন ধরে তৃতীয়া কথাকে, চৌর্সেই-এর ধরে চতুর্থা কথাকে, মধ্যাংশ কুলীনকে এবং পঞ্চমী সম্পত্তিকে তেজস কুলীনে অর্পণ করিলে “নবরঙ্গ কুল” রক্ষা করা হয়, ইহা শেষতম কুলীনের ধর। গ্রহণ সর্বক্ষে নব-রঙ্গের নিয়ম এই যে, প্রথম গ্রহণ মুখ্য কুলে, দ্বিতীয় গ্রহণ কনিষ্ঠ কুলে, তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশ কুলে এবং চতুর্থ গ্রহণ তেজস কুলে কর্তব্য। “ছেই” ভঙ্গ করিয়া, নির্কষ কুলে দান করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সুখ কুলীনের প্রথমা কথাকে কনিষ্ঠ অখ্রা নিষিদ্ধ কোন কুলীনকে দান করা অনুচিত। জয়-মুখ্যা।
কায়শু-জাতি—নবরঙ্গ-কুল। ৩৩৫
বিনিয়োগ দেওয়া হয় কল্পকে জন্ম মুখে দান করিলে, দাতা
ও গ্রহিতা উভয়ের অপরাধ হয়। জন্ম-কনিষ্ঠ জন্ম-
কনিষ্ঠকে কঠা-দান করিলে, শ্রেষ্ঠ-কুলাধিকারী হন।
কনিষ্ঠ কুলীনের মুখের দ্বিতীয় ছেই গ্রহণ করা
করত্বা। কনিষ্ঠ কুলীনের ঐতিপাদ দান একাধিক
পঞ্চ-রঙ্গ কুল বলে, তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। জন্ম-
কনিষ্ঠ অথবা মুখের দ্বিতীয় পুণ্য "বাড়িয়ে কনিষ্ঠ" না
থাকিলে দোষহী ও কনিষ্ঠের আকৃতিতে গ্রহণ করিতে
পারেন, তবে লাল কনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ঘরে
গ্রহণ করা নিম্নলিখিত। কায়শু-কুলকারিকা-মতে "ন
কুল রূপপিণ্ড গোত্র" অর্থাৎ রূপ-দায় ও পিণ্ড-দাশ
বিভিন্নকে কুল থাকিবে না। দাতার ও গ্রহিতার কুল
এবং পর্যায়ের সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট কার্য হইলে-ও, যদি
দাতা অপুত্রক হন অথবা উভয়ের সগোত্র বা
সপিগুতা থাকে, তাহা হইলে কুল-কার্য কখন-ই
হইতে পারিবে না। অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পর,
তাহার কল্পকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং সগোত্র
বা সপিগুতা বিবাহ করা একশতবর্ষ-ই নিষিদ্ধ ও
নিন্দনীয়। "দত্তক-পুত্রে কুলং নাস্তি"—কুলীনের
dতত্তক পুত্র কুলীন হইবে না এবং অন্যান্য সকল
বিষয়ে পুত্রত্ব থাকিলে-ও কুল-সম্বন্ধে তাহার পুত্রত
নাই, তিনি বংশজ হইবেন। যদি কোন মূখা কুলীন,
মধ্যাঙ্গে প্রথম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি
মধ্যাঙ্গ হইয়া যান। যদি কোন তেজঞ্জ, মধ্যাঙ্গের
দ্বিতীয় পো-কে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তিনি
মধ্যাঙ্গের দ্বিতীয় পো হইবেন। সকল কুল সম্বন্ধে
ইহা অকাট্য নিয়ম।

"ডাক পাক মাত্তক বন্ধী।
তিন নিয়ে কুলের সম্মি।"

অর্থাৎ রীতি-মত দান, গ্রহণ, ডাক, কুলীনের
দান, পরিপাক এবং পারস্পরিক শুদ্ধ সম্বন্ধ দ্বারা
কুলীনের পরিপুষ্ট কুলনত্ব প্রাপ্তি হয়। সম-জনের
পশ্চাত আদান-প্রদান অকর্ষযো। মুখা কুলীনকে
এক কথা। দান করিয়া, তৎপরের কথাকে, কনিষ্ঠ
কুলীনকে প্রদান না করিয়া, মুখা কুলীনকে
প্রদান করিলে, দাতা ও এইহা। উভয়ের ই দোষ
কায়স্থ-জাতি—বিবাহ-প্রথা।

হয়। মূখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তৈয়াজ, কনিষ্ঠের বিতীয়ে, ছভায়ার বিতীয়ে, মধ্যাঙ্গের বিতীয়ে এবং তৈয়াজের বিতীয়ে সম্পদ থাকিলে নয়টি কুল রক্ষা করা হয়; স্ত্রীরাং, কায়স্থের কুল-মর্যাদার সংখ্যা নয় প্রকার। বাহারা নব-লক্ষণ-যুক্ত আর্য্য-কুলীন (শ্রেষ্ঠ-তম কুলীন ), তাহাদের একটি গুণের অভাবে বংশ-ধর-গণ বংশজ হইয়াছেন।

কায়স্থ-জাতি—বিবাহ-প্রথা।

বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণ-সমাজে যে প্রথানুসারে গুরু-বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কায়স্থ-সমাজে ও ঐ গুরু ক্রিয়া ঐ নিয়মে-ই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তবে যে যে অঞ্চলে একটি তারতম্য আছে, তাহা আমরা দেখা-ইয়া দিয়াছি। চট্টগ্রাম-কায়স্থ-সমাজে সমান সমান কুলে সম্ভত করা নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রমে “পতিত” হন, কিন্তু এখানকার বিবাহ-প্রথা একটি ভিন্নকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্ভলে ঘটের দ্বারায় এবং ২২
শুভ-বিবাহ।

কোষ্ঠ-গণনায় বিবাহ-সম্পন্ন হির হইলে, কন্যা-কন্ত্র অষ্ট-দূর্ব্বা (চণ্ডীর নিষ্কাল্য) কন্যার হস্তে শশ্বর করাইয়া তাহা বরের বাটীতে পাঠাইয়া দেন এবং কন্যা-দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। এবং প্রকার বাগ্ধান না হইলে, সে অঙ্গলে কায়স্তের বিবাহ হয় না। ঐ “চণ্ডীর নিষ্কাল্য” ইহার সাঙ্কী হয়। বর ঐ অষ্ট-দূর্বা শিবে ধারণ করিয়া পর, ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করেন এবং স্ত্রীলোকেরা উল্লভনিন্দ দেন। তদনুসরণ, সধৃঃ স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের ভোজন হইয়া থাকে। পরে, ঘটক মহাশয় গুড়-দিন ও গুড়-সমর্পণে বিবরণ কাগজে লিখিয়া, বরকন্তু এবং কন্যা-কন্ত্রার স্বাক্ত করাইয়া লন। ঐ কাগজে রৌপ্য-মুক্তা দ্বারা সিংহর-মোহে মৌহর (ছাপ) দেওয়া। হইয়া থাকে। অধিবাসের পূর্বদিন শেষ-রাত্রে, দধি-সংযোগে বর ও কন্যাকে খাওয়ান হয়; ইহার নাম দধি-মঙ্গল উৎসব। ঐ দিনে সধৃঃ স্ত্রী-গণ বরণ-দাল। লইয়া, পুকুরে যায় এবং তাঙ্গল ধুইয়া লয়; ইহার নাম “বার-
কায়স্ত-জাতি—বিবাহ-প্রথা। ৩৩৯

গীর চাঁদল ধোরা” উৎসব। তদন্তর, ঐ চাঁদলের
দ্বারা পিঠড়ির উপর আলোপনা আঁকিয়া, কন্তাকে
কন্তা-পক্ষী'। স্ত্রীলোকেরা দাড় করেই, এবং উল্লু-ধ্বনি
দেয়। বরের ঘরে-ও এইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহ-
রাত্রে বিবাহ-ক্রিয়া স্থ-সম্পন্ন হইয়া গেলে, “দোহাগ-
কাটা” ক্রীড়া হয়, অর্থাৎ বর ও কন্তার মাধ্যমে উপর
কাপড় রাখিয়া; স্ত্রীলোকেরা জল চালিয়া দেয় এবং
বিবিধ-প্রকার উপহাসাম্বর বাক্য-প্রয়োগ করে।
তদন্তর, “মিঠা-ভাতের নিম্নলিখিত” হয় অর্থাৎ মিঠার-
সহ অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধ-কুটুম্ব-জাতি প্রভূতিকে দেওয়া
হইয়া থাকে, তাহারা একত্রে ভোজন করেন। ঐ
দিবস এবং ঐ ভোজে নিমগ্নিত-ব্যক্তি-মাত্রে-ই ভোজন
করিতে বাধ্য হন; না করিলে, সামাজিক অপমান
করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নিমগ্নি রক্ষা
না করে, অথবা না থায়, তাহাকে পরম শক্তি বলিয়া
গণনা করা হয়।

ইতি-পূর্বে “পূতা” নামে যে অন্য-সংখ্যক বাঙালী
কালীন'র কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে
শুভ-বিবাহ।

কৌলীন-প্ৰথা নাই এবং কোন কালে-ও ছিল না।
ইহাদের বিবাহ-ক্রিয়ার প্রথা এবং শুভ-বিবাহের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্নুরূপ এবং অন্ততঃ কায়স্থ-সমাজের
সম-তুল্য; কিন্তু, বিবাহ-স্মৃতি পুরোহিতেরা বে মন্ত্র
পাঠ করান, তাহার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য-ব্রকারের
নবীন-মন্ত্র গুনা যায়, তাহাতে—

ন বিপরীত কায়স্থমূখোতি ন কায়স্থ বিপরীর্ধতে;
বিপরীত কায়স্থসম্পূর্ণ কৃমিহ চামুণ্ড বর্ধতে।

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ব্যতীত কায়স্থ সমৃদ্ধ হয় না এবং
কায়স্থ ব্যতীত-ও ব্রাহ্মণ-গণ রূপ-লাভ করিতে পারেন
না।" বিবাহ-ক্রিয়ার সর্বশেষাবধায়, বর তোহার
পত্রীর হাতে হাত দিয়া, ঐ লোক আরুণ্ডি করেন
এবং মূর্তোকে উল্লু-ধরনি দেয়। ইহার আরুণ্ডি
না হইলে, বিবাহ-ক্রিয়া শেষ হয় না। আরুণ্ডি
সমাধা হইলে, বর ও কন্যা পুরোহিত, গুরু ও
নভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি-বর্গের আরুণ্ডি করিলে পর,
গুরু-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বঙ্গের কায়স্থ-সমাজের নিয়ম এই, যদি কোন
কায়ন্ত্রী-জাতি—বিবাহ-প্রথা। ৩৪২

কুলীন অর্থ-লোভে কুল-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া, তিনি পুরুষের মধ্যে কুল-ক্রিয়া না করেন এবং পুরুষাবক্ষক্রমে হীন-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, তিনি কেবল কুলীন-সম্পত্তি হইতে চূর্ণ হন তাহা নহে ; পরস্পর পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু, পিতামহ-পূর্বায়-পূর্বায় সম্পত্তি করিলে-ও কুল-সম্পত্তি হইবে না। পিতামহের অধিকতর পূর্বায় চলে না। সেক্সিনাবাদ, ফতেয়াবাদ, মোহাবাট, বাঙ্গা, তেলিগাটা, চতুর্থগুল, টাবার, বেঙ্গল্পুর, এই সকল স্থানে বিবাহ দিলে, কুলীনের কুল-ক্রিয়া হয়। দেবীবরের মতে, এই সকল স্থানে কায়ন্ত্রী-কুলীনের কোন সম্পত্তি রাখা-ই উচিত নয়। পাওণ-বর্জিত গ্রীষ্মচার-সম্পত্তি স্থানে কুলীনের বাস ও বিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্বে মেঘনা ( অর্থাৎ বঙ্গপুত্র-নদ ), উত্তরে ইচ্ছামতী; পশ্চিমে মধুমতী এবং দক্ষিণে সমুদ্র, এই স্থান কুলীনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

চন্দ্রীপুর, বসন্তপুর, বিক্রমপুর, ফতেয়াবাদ ও রঙ্গ-সিরুপুর, এই কয়েক স্থানে পুত্রের বিবাহ দেওয়া ভাল, কিন্তু কষ্টার বিবাহ প্রশংসন নয়।
বঙ্গ কুলীনের চারিটি কুল ; যথা, - গঙ্গাশ্রোত, 
পিপীলিকা, ভঙ্গু ও মণ্ডুক।
গঙ্গাশ্রোত কুলীনের নাওহিক বিবাহ।
পিপীলিকা-পংক্তি, যার মধ্যে অবিবাহ।
ভঙ্গুরের প্রায় কুল মধ্য-খানে ক্ষীণ।
মণ্ডুকের গতি-প্রায় কুলের লাখিন।
এ চারি প্রকারে পর্যায় থাকে যে কুলীনে।
নতুনা বংশজ হয় অপনার শুরু।
অর্থাৎ অবিবাহ-পতি গঙ্গা-প্রায়ের মত, যাহার 
পুরুষাঙ্গীতে উৎকৃষ্ট কুল-ক্ষীণ। চলিয়া আসিয়া 
তাহার কুলের নাম গঙ্গাশ্রোত; পিপীলিকা-শ্রেণীর 
তায় যে কুল অবিচিৎ ভাল-মন্দে (বড় ও ছোটে) 
মিশিত, তাহার নাম পিপীলিকা-পংক্তি; যে কুল, 
প্রতি তৃতীয় পুরুষে কুল-ক্ষীণ। দ্বারা মধ্য-ক্ষীণ 
হইয়াছে, তাহার নাম ভঙ্গুরাকার; আর ভেক যেমন গমন- 
কালে মধ্যে মধ্যে বিবাহ করে, তত্ত্বপ যে বংশে 
কুলজ ও মধ্যায়ের সহিত ক্ষীণ। দ্বারা মাঝে মাঝে 
বিবাহ গৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম মণ্ডু ক্ষীণ।
কায়ন্ত্রী জাতি—বিবাহ-প্রথা। ৩৪৩

কুল। বঙ্গ-সমাজে ক্রিয়া-স্থলে কুলীনেরা পূর্ণ-বিধায় প্রাপ্ত হন, কুল্লন গণ ৮০/০, মধ্যয-গণ ৮০, মহা-পাত্র-গণ ৫০/০ এবং নিয়-মৌলিক গণ ৫০ অন্য কুল-মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুলীন বোন-বংশের ছই সমাজ—আকুন ও বালী। আকুনার আদি-পুরুষ প্রভাকর এবং বালীর নিশ্চিত। বঙ্গ-বংশের ছই সমাজ—মাহিনগর ও বাগাগু। মাহিনগরের আদি-পুরুষ গুকিরাম, বাগাগুর মুক্তিরাম। মিত্র-বংশের সমাজ—বড়াশা, টেকা, গৌধনপুর। আদিপুকৃষ্ঠ তারাপতি, কুই ও গুই। বিরাট গুহ-বংশের এক-ই সমাজ—কীর্তিনাথীর জলে খর্স প্রাপ্ত প্রভাকর। আদি-পুরুষের ৩ পর্যায়, দখল গুহ; বঙ্গ বলালী কুলীন।) বারেঢ়া কায়ন্ত্রি-সমাজের অধিপতি বা গোষ্ঠীপতি নাই। ধার, নন্দি ও চাকী উপাধি-ধারি-গণ সমাজের নেতা। ইহাদের পুন্ত-গত বা কঠো-গত কুল নাই; কুলীনে কঠো দান ও কুলীনের কঠো-গত গুরুনী কুল-রক্ষা করিতে হয়। ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিলে,
শুভ-বিবাহ।

“নিরাবিল-ভাব” প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিতে পারেন। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, ভাগলপুর, মুঘলের, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থান প্রভূতি অঞ্চলে, উত্তর-রাজ্যের কায়স্থের সমাজ আছে। ফরেসিন্থ পরগণা, সমাজের শীর্ষ-স্থান; ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন। পূর্বে ইং কথিত হইয়া রাছে, উত্তর-রাজ্যের সমাজে ঘোষ ও সিংহ-বংশ কুলীন। সিংহ-বংশে শ্রীবর, পতাকায়, নারদ, শ্রীহর, মাধব ও গোবিন্দ, এবং ঘোষ-বংশে রঘুপতি, বেণীমাধব, লোকনাথ, চৌরাপাণি, রামাঙ্গাড়, যুগরাজ ও লক্ষ্মীপতি, এই তের জনের বংশ মুখ্য-কুলীন বলিয়া গণ্য। ইহাদের “ভাব” বা কুল-মর্যাদা পূর্ণ বোল অনা, তদার্জ্জীত ১৫ অনা, ১৪ অনা, ১২ অনা, ১০ অনা ও আট অনা, অন্যান্য কুলীনেরা বৰ্ধ-ক্রমে মর্যাদা পাইয়া থাকেন।

উত্তর-রাজ্য ও দক্ষিণ-রাজ্য কায়স্থদের মধ্যে পৈ, চাই, পুই, পৌরী, ভূইন, বন্ধী, আচার্য, ঠাকুর, ঘটকী, অধিকারী, হলধর, শিখা, তরশার, গোষ্ঠারী, ভূঁ,
উপাধি—এই করেক উপাধি-ধারী ব্যক্তি এক-সময়ে মহাকুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহারা, এই ১৩ ঘর ভিত্তি আর কাঠার-ও ঘরে আদান-প্রদান করিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহারা, সপ্তশতী রাজ্য-বর্গের বাঢ়ি-রাজ্যের সহ মিলনের ভার, কাল-প্রভাবে উত্তর-রাজ্য ও দক্ষিণ-রাজ্য কায়স্থ-সমাজে একুশে মিশিরা। গিয়াছেন যে, ইহাদের উপাধি পর্যাপ্ত লোপ পাইয়া গিয়াছে। গোষ্ঠী-উপাধি-ধারী-গণ মিশিত হন নাই বলিয়া, ইহাদের কয়েকটা বংশ এখন-ও বর্তমান 'রহিয়াছে। স্ত্রীহীন, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ এবং সুগন্ধ-পরিবারের অন্তর্গত গোষ্ঠী-কায়স্থ দেখা যায়; ইহাদের গৃহে কত্ত্ব দিতে হইলে, বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইহারা সমগ্র বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-তম কুলীন। আমাদের বোধ হয়, এক- সময়ে ইহারা রাজ্য-সমাজ হইতে কোন অপরাধ-বশতঃ, পরিভাষার হইয়া কায়স্থ-সমাজে একুশে-ভাবে মিশিরা। গিয়াছিলেন যে, ইহাদের রাজ্যতত্ত্বের পরিচয় আদেশ পাওয়া যায় না। শাস্ত্র উপাধি-ধারী কায়স্থ
শুভ-বিবাহ।

এখন-ও বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঈহারা গোষ্ঠামী-কায়ন্ত্রিকের সঙ্গে আদান-প্রদান করিলে, গোষ্ঠামী বা শঙ্কা-গণ, এতঘায় মধ্যে কেহ-ই কুল-মর্যাদা পাপ্প হন না; কারণ, উভয় ঘর-ই পবিত্র, প্রাচীন, সম-ভূল ও শ্রেষ্ঠ-তম কুলীন। আমাদের বোধ হয়, উভয় বংশ-ই আদিতে তৃষ্ণ ছিলেন। অপরাধ-বিশেষে তৃষ্ণ-সমাজ-চূর্ণ হইল, কায়ন্ত্রি জাতিতে মিশিয়া গিয়াছেন।

কায়ন্ত্রি-জাতি-সমাজ-স্থান।

কায়ন্ত্রির সমাজ, কোলীচ্ছ ও মোলিকা-প্রথা, কুল-রক্ষার নিম্ন, গত বিবাহাদির বিধি প্রভূতি অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহ, আমরা ইতি-পূর্বে বিশদ-ভাবে অভিবাক্য করিয়াছি; এক্ষণে কেবল একটি কথার প্রসঙ্গ উদাহরণ করিয়া, আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঘটক-গণ অথবা বর ও কন্যা-পক্ষীয় লোকেরা, কায়ন্ত্রিদের সমাজ-স্থানের পরিচয় সমাকৃ-স্থানে অবগত
না থাকায়, পাত্র ও পাত্রীর অন্যান্যের অন্যান্যের বিকল-মনোরথ হইয়া উঠেন কিংবা এ-জর্জু তীহালিকার বিশেষ শ্রম-শ্রীকার ও অর্থ-রয়ে করিতে হয়। এই কারণে, বঙ্গ-দেশের কোন কোন জেলায়, কোন কোন প্রায় বাঙালী-কায়স্থ অন্য বা অধিক পরিমাণে বসতি করেন, আমরা এক্ষলে তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি। এতদ্ব্যতি কায়স্থ-গণ, যোগে শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজের সম্বর্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পাত্র ও পাত্রীর অন্যান্যের রত্ন হইতে পারিবেন। নিম্ন-লিখিত তালিকায়, উত্তর-রাটী, দক্ষিণ-রাটী, বারেঙ্গ, বঙ্গ, চট্টগ্রাম, ও “বঙ্গ-দেশজ” বা “বঙ্গ-শ্রীনীর” সমাজের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; ইহাই-ই বজ্রমাণ কাগের প্রধান কায়স্থ-শ্রেণী। আমরা প্রত্যেক জেলার উল্লেখ করিয়া, এই তালিকা দেখাইয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।—এই জেলায় উত্তর-রাটী সমাজ অত্যন্ত গুরু। কার্য, ফতেহাবাদ, চেতো, বহরমপুর, জেমুজা। প্রভৃতি স্থানে অতীব
সন্তুষ্ট, কুলীন ও ধনবান্দু উত্তর-রাজ্যের সমাজের অংশ। বারেন্দ্র ও বঙ্গ কায়স্থ যথেষ্ট। দক্ষিণ-রাজ্যের সংখ্যা কম। বর্ধমান, হুগলী ও হাবড়া—এই তিন জেলা দক্ষিণ-রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সমাজ। সমগ্র বঙ্গ-দেশে, দক্ষিণ-রাজ্যের এতদপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমাজের অংশ নয়। কুলীন, মৌলিক, ধনবান্দু, শিক্ষিত, উচ্চ-পদবী, জমিদার, রাজা, প্রাচীন, সহায়কুলীন, সন্তুষ্ট প্রভূতি সকল শ্রেণীর কায়স্থ, অগণ্য পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর-রাজ্যের সংখ্যা অতি সামাজ। বারেন্দ্র ও বঙ্গ অদূর নয়। নবদ্বীপ—এই জেলায় মোট ৩ ঘর উত্তর-রাজ্য, ২৭ ঘর বঙ্গ, ৩৯ ঘর বারেন্দ্র এবং অবশিষ্ট সহস্র সহস্র গৃহস্থ দক্ষিণ-রাজ্যের কায়স্থ। এই জেলা-র দক্ষিণ-রাজ্যের কায়স্থের প্রধান সমাজ। মেদিনীপুর, বাংলাদেশ ও বারান্দু—অতিরিক্ত সামাজ উত্তর-রাজ্যের কায়স্থ। কর্মোপলক্ষে বঙ্গ ও বারেন্দ্র কায়স্থ অতি অন্তর্বত্ত এবং বারান্দুর সংখ্যা প্রাপ্ত। তবুও, অন্তর্বত্ত সন্ত দক্ষিণ-রাজ্যের কায়স্থের বাস। স্থানে স্থানে ( মেদিনীপুর
কায়ন্ত্রি-জাতি—সমাজ-স্থান। ৩৪৯

জেলায়) করণ কায়ন্ত্রির বসতি আছে। বরিশাল ও নোয়াখালিতে—অধিকাংশ বঙ্গী ও বারেন্দ্র। উত্তর-রাত্রি নাই। লক্ষণ-রাত্রি এক সঙ্কেতের অধিক হইবে না। মুক্তিপুর, ভাগলপুর, মঙ্গলপুর, পাটনা ও বারবঙ্গ—বঙ্গ-পূর্ব-কল হইতে উত্তর-রাত্রি কায়ন্ত্রি বহ সংখ্যায় এখানে বাস করিয়াছেন। সকলেই এই প্রায় স্ত্রীঘ্ন ও ধনবান। উত্তর-রাত্রি বাঙ্গালী-কায়ন্ত্রির সংখ্যা এখানে যথেষ্ট। অনেক কুলীনের বাস। বারেন্দ্র, বঙ্গ ও লক্ষণ-রাত্রি, কেবল সরকারী চাকুরী উপ-লক্ষে প্রবাসী। ঈহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ঢাকা—বঙ্গ সমাজের প্রধান স্থান। বারেন্দ্র ও যথেষ্ট।

লক্ষণ-রাত্রির সংখ্যা মধ্যম। উত্তর-রাত্রি নাই। বঙ্গজাতি—বঙ্গসংখ্যক সমাজের লক্ষণ-রাত্রির বসতি আছে। বঙ্গজাতির ঈহা-ও প্রধান সমাজ। বারেন্দ্র কম। খুলনায়—লক্ষণ-রাত্রি ও বঙ্গ যথেষ্ট। বারেন্দ্র অল্প। উত্তর-রাত্রি নাই। রঞ্জপুর—বারেন্দ্রের প্রধান সমাজ। অন্য কায়ন্ত্রি অতি অল্প। ময়মনসিংহ—বারেন্দ্রের প্রধান সমাজ। বঙ্গ ও লক্ষণ-রাত্রি
অতি অল্প। দিনাজপুর—এখানকার মহারাজাবিরাজ এবং শ্যাবিখাত রায় সাহেব বংশ ও তাহাদের জাতি ও কুঠুয়াগণ উত্তর-রাজ্য। দক্ষিণ-রাজ্য ও বারেন্দ্র, মধ্যম-সংখ্যায়। বঙ্গ কম। মালদহ ও রাজসাহীতে—অধিকাংশ বারেন্দ্র। চট্টগ্রাম হইতে শীঘ্র পার্থক্য—কেবল চট্টলী ও “বঙ্গদেশী” কায়স্থের প্রধান সমাজ। পূর্ণা—উত্তর-রাজ্য কায়স্থের সমাজ। বহু-সংখ্যাক সক্রান্ত উত্তর-রাজ্যের বাস। জলপাই- গুড়ী—বারেন্দ্রের সমাজ। পার্বত্য—দক্ষিণ-রাজ্য ও বারেন্দ্র প্রায় সমূদয়। সিংহভূম, মানন্ত্রম, চৈবাসা ও হুম্বা—এই কয়েক জেলা দক্ষিণ-রাজ্য কায়স্থের সমাজ; কিন্তু কুলীনের সংখ্যা অল্প। কলিকাতা ও চক্রিশ পরগনা—দক্ষিণ-রাজ্য কায়স্থের শেষ সমাজ।